Contents

১৬শ বর্ষ/ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

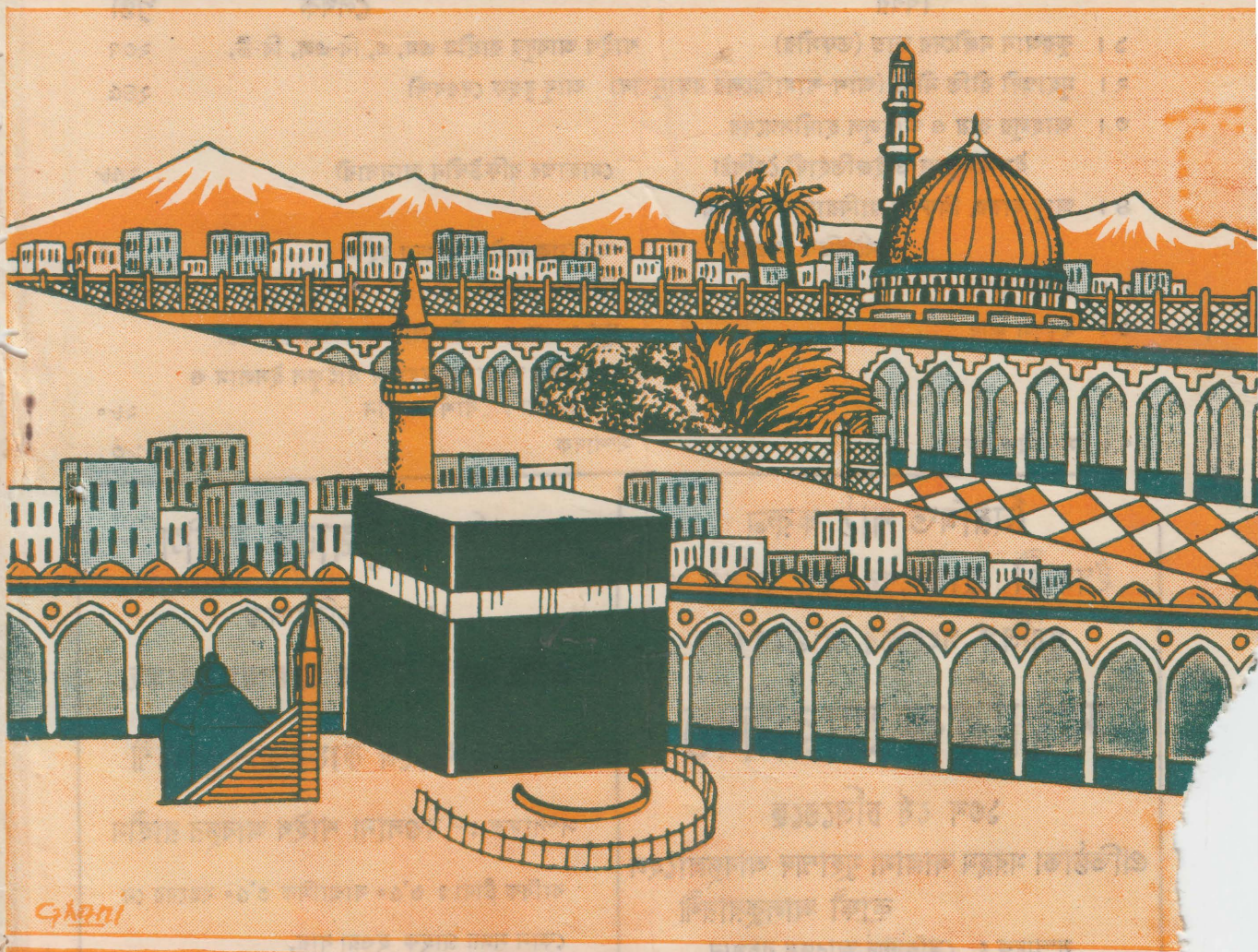

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রহীম এম. এ. বি. এল. বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৭৭ বাংলা | রবিউস সানি ১৩৯০ হিঃ | জুন ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	২৩৭
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২৪৫
৩।	আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসগণের ইসতিদলাল ও ইজতিহাদী বৈশিষ্ট্য	মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনসারী	২৫৮
৪।	আবূ যাররু গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অর্থনৈতিক মতবাদ	অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম	২৬৭
৫।	রবীন্দ্র নাথ	বিশ্বেশ্বর চৌধুরী	২৭৩
৬।	ইক্‌দুল জীদ	মূল ঃ শাহ ওালীয়ুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও (মওলানা) বাশীরুদ্দীন	২৮০
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২৮৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইঁসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির আস্থায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ ষান্মাসিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	শ্রাবণ ১৩৭৭ বংগাব্দ ; জুমাদিউল-উলা জুমাদিস্-সানী ১৩৯০ হিঃ জুলাই-আগষ্ট, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;	ষষ্ঠ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল, বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ الْمَعَارِجِ —সূরাহ আল্-মাআরিয্

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

۱ - سَأَلَ سَائِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ •

۲ - لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ •

১-২। কোন যাচনাকারী যাচনা করিল কাফিরদের প্রতি ঘটনীয় শাস্তির, যাহার কোন প্রতিরোধ-কারী নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১। سأل (সা'অ ল) শব্দটির দুই অর্থ হয়। (এক) যখন উহার পরে কোন অব্যয় ব্যবহৃত না হয় তখন উহার অর্থ হয় 'যাচ্না করিল', 'পাইতে চাহিল'। যথা, سالوا موسى اكبر (সা'আল্ মূসা আক্বারা): 'তাহারা যাচ্না করিল বা চাহিল মূসার নিকট বৃহত্তর বস্তু'—৪ আন্নিসা': ১৫৩। (দুই) যখন উহার পরে 'আন্' (عن) অব্যয় ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থ হয়, 'প্রশ্ন করিল', 'জানিতে চাহিল'। যথা—

واذا سالك عبادى عنى (ওা-ইযা সা'আলাকা ইবাদী 'আন্নী 'আর আমার বান্দার যখন তোমাকে প্রশ্ন করে বা তোমার নিকট জানিতে চাহে আমার সম্বন্ধে'—২ আল্বাকারাহ: ১৮৬। এই আয়াতে ইহা অব্যয়শূন্য ভাবেও ব্যবহৃত হয় নাই এবং ইহার পরে 'আন্'ও ব্যবহৃত হয় নাই। বরং এখানে ইহার পরে 'বা' অব্যয় রহিয়াছে। বলা হইয়াছে 'বি 'আযাবিন্'। যদি এখানে 'আযাবান থাকিত তাহা হইলে 'যাচ্না করিল' অর্থটি অবধারিত হইত। এই কারণে এখানে ইহার দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হয়।

যাঁহারা প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেন তাঁহারা এই 'বা' অব্যয় যোগ করা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ এই দেন যে, প্রথম অর্থটি দা'আ (دعا) ক্রিয়ার সমার্থবোধক। আর 'দা'আ' ক্রিয়াটি যখন এই অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উহার পরে 'বা' অব্যয় আনা হয়। (যথা, সূরাহ ৪৪ আদ্ দুখান: ৫৫ আয়াতে বলা হয় يدعون فيها بكل فاكهة তাহারা জান্নাতে থাকাকালে পাইতে চাহিবে প্রত্যেক প্রকার ফল।) এই কারণে সমার্থবোধক ক্রিয়ার অনুকরণে এখানে 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্ত আনা হইয়াছে এবং এই 'বা' যোগে ভাবের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহার নযীর হইতেছে সূরাহ ১৯ মারয়াম: ২৫ وهزى اليك بجذع النخلة -

আর যাঁহারা দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেন তাঁহারা এই কৈফিয়ৎ দেন যে, 'বা' অব্যয়টি এখানে 'আন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণে একটি বিপত্তি এই যে 'আযাব' সম্পর্কে 'কি প্রশ্ন করিল' তাহার কোন উল্লেখ এখানে নাই বলিয়া ভাব অস্পষ্ট থাকিয়া যায়।

আমাদের মতে প্রথম অর্থটিই অধিকতর সংগত এবং সেই অনুযায়ী মূল তারজামাহ করা হইয়াছে।

'সা'আলা' এর অপর পাঠ হইতেছে 'সাালা' (سال)। এই 'সাালা' শব্দটি সা'আলা শব্দের একটি রূপও বটে। অর্থাৎ 'সা'আলা' ও 'সাালা' উভয় শব্দের অর্থ একই। ইহার প্রমাণ এই যে, কুরআন মাজীদে এই ক্রিয়াটির আদেশবাচক পদ (صيغة الامر) রূপে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কোনটি 'সাালা' হইতে এবং কোনটি 'সা'আলা' হইতে গঠিত। 'সাালা' হইতে গঠিত আদেশবাচক শব্দটি হইতেছে 'সাল্' (سل) এবং 'সা'আলা' হইতে গঠিত শব্দটি হইতেছে 'ইস্'আল্' এবং উভয় শব্দই একই অর্থে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, (ক) 'সাল্বাণী ইস্রাা'ঈল': 'ইস্-রাাঈল বংশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা কর'।—২ আল্বাকারাহ: ২১১। (খ) 'স'ল্হুম': 'তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর'।—৬৮ আল্কালাম: ৪০। (গ) 'ওাস্'আলুল্লাাহা মিন্ ফায্লিহী': 'আর তোমরা আল্লাহের নিকট যাচ্না কর তাঁহার দয়ার অংশবিশেষ। ৪ আন্নিসা': ৩২ (ঘ) 'ওাস্'আল্হুম 'আনিল্ কারয়াতি': 'আর তাহা দিগকে জিজ্ঞাসা কর ঐ জনপদটি সম্পর্কে'।—৭ আল্-আ'রাফ: ১৬৩।

কাজেই 'সাালা' পাঠেও ঐ একই অর্থ বজায় থাকে। কিন্তু 'সাালা' এর অপর একটি অর্থও আছে। তাহা হইতেছে 'প্রবাহিত হইল,' 'স্রোতে ভাসিয়া গেল'। আর 'সাা'ইল' যেমন 'যাচ্নাকারী,' 'প্রশ্নকারী' অর্থে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ 'প্রবহমান' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই 'সাালা সাা'ইলুন' এর অপর অর্থ হইবে 'প্রবহমান প্রবাহিত হইল,' 'ভাসমান জন ভাসিয়া গেল'। আরবী ভাষায় এই প্রকার বাক্য বলিয়া 'ধ্বংস হওয়া' অর্থ গ্রহণ করা হয়। তখন আয়াতের তাম্জামাহ্ হইবে এই,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٣- مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ط

—৩। ধাপসমূহের মালিক আল্লাহের কবল হইতে।

যাহা ধাপসমূহের মালিক আল্লাহের নিকট হইতে আগত।

নিকটবর্তী শব্দের সহিত যুক্ত করা অধিকতর সঙ্গত—এই নীতি অনুযায়ী আমরা প্রথম বিন্যাসটি গ্রহণ করিয়াছি।

ذى المعارج : ধাপসমূহের মালিক। মা'আমা'যারিজ হইতেছে মা'রাজ শব্দের বহুবচন। মা'রাজ হইতেছে 'উরূজ (عروج) মাসদার হইতে ইসমু যারুফ্। 'উরূজ : আরোহণ করা ; মা'রাজ : আরোহণ স্থল বা সিড়ির ধাপ ; মা'আরিজ : ধাপসমূহ।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে ধাপসমূহের মালিক বলিয়া প্রকাশ করেন। ইমাম রাযী এই ধাপসমূহের চারিটি তাৎপর্য বর্ণনা করেন। ঐ তাৎপর্যগুলির একটি প্রত্যক্ষ অর্থ ধরিয়া এবং বাকী তিনটি পরোক্ষ অর্থ ধরিয়া করা হইয়াছে। (এক) মা'আরিজ বলিয়া উর্ধ জগতসমূহকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ মালায়িকাহ উহায়ই মধ্য দিয়া আরোহণ করিয়া থাকেন। (দুই) মা'আরিজ বলিয়া আল্লাহ তা'আলার দয়া ও নে'মাতসমূহকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ আল্লাহ তা'আলার দয়া ও নি'মাত গুণে ও পরিমাণে উভয় দিক দিয়াই বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের হইয়া থাকে। (তিন) মা'আরিজ বলিয়া জান্নাতে জান্নাতীদের বিভিন্ন পদমর্যাদা ও মারুতাবা বুঝানো হইয়াছে। (চারি) মা'আরিজ বলিয়া বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন মালায়িকার আত্মাসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

কাজেই অর্থ দাঁড়াইল, উর্ধ জগতসমূহের মালিক, ছোট বড়, অল্প বিস্তর সকল নে'মাত দানের মালিক, জান্নাতে বিভিন্ন মর্যাদায় সমাসীন করার মালিক, বিভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন মালায়িকাকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের মালিক হইতে আগত শাস্তি ব্যাপারে তাঁহার কবল হইতে প্রতিরোধকারী কেহই নাই।

'কাফিরদের প্রতি ঘটনীয় আযাবযোগে ধ্বংসের যোগ্য জন ধ্বংস হইয়া গেল।

سا ئل (সা'লুন্ইলুন্) ইহার অর্থ 'যাচ্নাকারী' করা হইলে ঐ 'যাচনাকারী' কে? সে সম্পর্কে দুইটি মত পাওয়া যায় ঐ যাচ্নাকারী বলিতে ঐ মুশরিককে বুঝানো হইয়াছে যাহার উক্তি সূরাহ ৮ আল্ আন্ফাল : ৩২ আয়াতে উধৃত করা হইয়াছে। উক্তিটি ছিল এই, "হে আল্লাহ, ইহাই যদি তোমার নিকট হইতে আগত বাস্তব সত্য হয় তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর উর্ধ জগত হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের নিকট অপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি লইয়া আইস।" অর্থাৎ ঐ যাচ্নাকারী ছিল আন্ নায্‌র্ ইব্‌নুল্ হারিস। সে বাদর যুদ্ধে নিহত হয়।

(দ্বিতীয় মত) ঐ যাচ্নাকারী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও হইতে পারেন। পরবর্তী পঞ্চম আয়াতটিতে তাই বলা হয়, "(হে নাবী) অতএব তুমি যথাবিহিত উত্তম ভাবে ধৈর্যধারণ কর। এই মত দুইটি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ইমাম রাযী প্রথম মতটিকেই 'সাদীদ' বা বিশুদ্ধ মত বলিয়া মন্তব্য করেন।

৩। من الله (মিনাল্লাহি) এই 'মিন্' অব্যয়টিকে পূর্বের সহিত দুই ভাবে যুক্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ সম্ভব। (এক) ইহাকে দাফি' (دافع) এর সহিত যুক্ত করিয়া। মূলে সেই ভাবেই তার্জামাহ করা হইয়াছে। (দুই) এই মিন্‌কে ওয়াকি' (واقع) এর সহিত যুক্ত করিয়া এবং "লাইসা লাহু দাফি'—বাক্যটিকে জুম্লাহ মু'তারিযাহ (جملة معترضة) অর্থাৎ ব্যাকরণ গত সম্পর্কহীন বাক্য বা Parenthesis গণ্য করিয়া। তখন তার্জামাহ হইবে এইরূপ, "যাচ্নাকারী যাচ্না করিল কাফিরদের প্রতি ঘটনীয় শাস্তির—উহার কোন প্রতিরোধকারী নাই—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪। মালা'ইকাহ এবং আর্‌রূহ তাঁহার দিকে আরোহণ করে এমন সময় মধ্যে যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বৎসর।

٤. تعرج الملئكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة ٠

৪। الروح—আর্‌রূহ। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এয়োদশ বর্ষের ৪১৩—৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

في يوم—ফী য়াওমিন। য়াওম শব্দের মূল অর্থ 'কাল', 'সময়'। তারপর 'য়াওম' শব্দের অর্থের ব্যাপকতা হ্রাস করিয়া এই শব্দটি দ্বারা দিবারাত্রি বুঝানো হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র সূর্যের অস্তিত্ব ছিল না এবং যখন উহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না তখনকার সময় উল্লেখ করিতে গিয়া 'য়াওম' শব্দের ব্যবহার 'সাধারণ সময়ের' দিকে ইংগিত করে।

পূর্বের আয়াতটিতে যেমন 'মিন্' শব্দটিকে পূর্বের সহিত দুই ভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেইরূপ এই আয়াতে 'ফী' শব্দটিকে পূর্বের সহিত দুইভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। (এক) ইহাকে 'তা'রুজু' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত ধরা হয়। মূল তারজামাহ এই ভাবেই করা হইয়াছে। (দুই) দুই আয়াত ডিঙ্গাইয়া গিয়া ইহাকে 'ওয়াকি'ইন্' এর সহিত যুক্ত ধরা হয়। এই বাক্য বিন্যাসে 'লাইসা লাহু দাফি'উন্' বাক্যটিকে ব্যাকরণগত ভাবে সম্পর্ক হীন বাক্য ধরিতে হইবে এবং 'তা'রুজুল্ মালা'ইকাতু ওয়ার্‌রূহু ইলাইহি' বাক্যটিকে 'য়াওমিন্' এর পরে লইয়া যাইতে হইবে অথবা ব্যাকরণগত সম্পর্ক হীন বাক্য ধরিতে হইবে।

তারপর যে সময়টির কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে তাহা এই পৃথিবীতেও হইতে পারে, আখিরাতেও হইতে পারে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলি এই—

(প্রথম ব্যাখ্যা) এই পঞ্চাশ হাজার বৎসর সময়টি হইতেছে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ধ্বংস পর্যন্ত পৃথিবীর মোট আয়ু। আর এই পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া মালায়িকাহ ও আর্‌রূহ আল্লাহ পর্যন্ত আরোহণ করিতে থাকিবে। তারপর পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল যেহেতু আমাদের অজ্ঞাত কাজেই কিয়ামত আগমণের কালও আমাদের অজ্ঞাত।

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যা) উল্লিখিত সময়টি হইবে আখিরাতে। অর্থাৎ কিয়ামাতে বিচার পর্ব শেষ হইতে যে সময় লাগিবে তাহা আমাদের এই দুনয়ার দিন অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে। সেই সময় মালায়িকাহ ও আর্‌রূহ দ্রুত আল্লাহের নিকট পৌঁছিতে থাকিবে। ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মু'মিনদের বিচার পার্থিব অর্ধদিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবে; আর কাফিরদের বিচার সমাপ্ত হইতে ঐ দীর্ঘ সময় লাগিবে।

(তৃতীয় ব্যাখ্যা) প্রত্যক্ষ পক্ষে কিয়ামাত কালে বিচার পর্ব শেষ করিতে ঐ দীর্ঘ সময় লাগিবে না। মু'মিন ও কাফির মুনাফিক সকলেরই বিচার অত্যল্প সময়েই সমাপ্ত হইবে। তবে এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিচার অত্যল্প কালে শেষ করিয়া ফেলিবেন, ঐ বিচারের ভার যদি সর্বাধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ কোন মানুষের উপর অর্পিত হইত, তাহা হইলে ঐ বিচার শেষ করিতে তাহার পঞ্চাশ হাজার বৎসর লাগিত। অল্প সময়ে বিচার শেষ হইলেও কাফির মুনাফিকেরা যেহেতু অত্যন্ত উদ্বেগ ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে কাজেই ঐ সময়টি তাহাদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান মনে হইবে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা তিনটির মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি নিকটবর্তী এবং শব্দ বিন্যাসের দিক দিয়া সমধিক সংগত। সুবিখ্যাত ও ভূয়সী প্রশংসিত তাফসীরকার ইমাম আবু মুসলিম এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বাকী ব্যাখ্যা দুইটি দূরবর্তী ও কষ্টকল্পিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। অতএব, [হে রাসূল,] তুমি সবর কর যথাসাধ্য উত্তম সবর।

৬। নিশ্চয় তাহারা উহাকে দূরবর্তী মনে করে,

৭। অথচ আমরা উহাকে নিকটেই দেখি।

٥ - فاصبر صبرا جميلا ٠

٦ - انهم يرونه بعيدا ٠

٧ - ونراه قريبا ٠

আবূ মুসলিমের ব্যাখ্যার সমর্থনে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বের আয়াতে আল্লাহকে মা'আরিজের মালিক বলিবার পরে এই আয়াতে উহার কারণ বলা হইয়াছে। এই আয়াতটি 'যিল্ মা'আরিজ' এর আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নাই। 'আযাব' এর সঙ্গে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নাই।

৫। এই সূরাহ মাক্কাহ মু'আয্যামাতে নাযিল হয়। কাজেই ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ধৈর্যধারণের এই নির্দেশ জিহাদের অনুমতির বহু পূর্বে মাক্কাহ মু'আয্যামাহতে হইয়াছিল।

صبر جميل : যথাসাধ্য উত্তমভাবে ধৈর্যধারণ

যথাসাধ্য উত্তমভাবে ধৈর্যধারণের তাৎপর্য এই যে ঐ ধৈর্যধারণে কোন লোকের সামনে কোন অনুযোগ অভিযোগ করা চলিবে না। কোন বাক্য বা আচরণ দ্বারা মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও দয়ার প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল অত্যাচার ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ নীরবে সহ্য করিতে হইবে। হাঁ, কেবলমাত্র অতি সঙ্গোপনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে যথাযথ কাতরতা ও মিনতি সহকারে নিজ অভিযোগ পেশ করিবে এবং ঐ সব অত্যাচার ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ হইতে মুক্তি ও নাজাত লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা জানাইবে। ইহারই নাম সাব্‌র জামীল।

এই আয়াতটি প্রথম আয়াতটির সহিত সংযুক্ত। প্রথম আয়াতটির তাৎপর্য আন্-নায্‌র ইবনুল্ হারিসের দ্রুত আযাব আনায়নের ফরমাইশ হোক অথবা যে কোন কাফিরের প্রশ্নবিশেষই হোক অথবা কাফিরদের ধ্বংস বার্তাই হোক, কাফিরগণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াই ঐ সব কথা বলিত এবং তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনে বেশ আঘাত লাগিত। যে কালে উল্লিখিত ব্যাপার ঘটে সে কালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাহার সঙ্গী মুসলিমগণ নিতান্ত দুর্বল ও সংখ্যালঘু ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্যঙ্গবিদ্রূপকারী কাফিরেরা অত্যন্ত সবল, দুর্দান্ত ও সংখ্যাগুরু ছিল। আর ইহা স্বাভাবিক যে, দুর্বল, সংখ্যালঘু দল যদি সবল দুর্দান্ত সংখ্যাগুরু দলের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যায় তাহা হইলে ঐ দুর্দান্ত অত্যাচারীদের অত্যাচার বর্ধিত হইতে থাকে। এই হেতু ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সাব্‌র জামীল অবলম্বন করিবার জন্য এই আয়াতে নির্দেশ দেন।

৬-৭। بعيدا : দূরবর্তী ; قريبا নিকটবর্তী।

এই 'দূরবর্তী' ও 'নিকটবর্তী' পদ দুইটির দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। একটি তাৎপর্য হইতেছে 'কাল' হিসাবে দূরবর্তী ও 'কাল' হিসাবে নিকটবর্তী। অপর তাৎপর্যটি হইতেছে 'ঘটন' হিসাবে দূরবর্তী ও 'ঘটন' হিসাবে নিকটবর্তী। প্রথম তাৎপর্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাফিরেরা মনে করে আযাব আসিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি একান্তই আসে তবে উহা আসিবে বহু কাল পরে। অথচ আল্লাহ দেখেন যে, তাহাদের আযাব আগতপ্রায়। আর দ্বিতীয় তাৎপর্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কফিরেরা মনে করে ঐ আযাব সুদূরপরাহত, অসম্ভব। অথচ আল্লাহ দেখেন উহা অত্যন্ত সহজ ঘটনীয়।

يرونه : তাহারা ইহাকে মনে করে। نراه : আমরা উহাকে দেখি।

এই দুই স্থানে 'উহাকে' বলিয়া কোন্ বস্তু বুঝানো

www.ahlehadeethbd.org

৮। যে দিনে ঊর্ধ জগতসমূহ হইবে আল্-মুহ্‌লের মত,

৯। এবং পাহাড় পর্বতগুলি হইবে ধুনাই-করা বিভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত ঊর্ণার ন্যায়,

১০। এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পুছিবে না—

٨- يوم تكون السماء كالمهل ٠

٩- وتكون الجبال كالعهن ٠

١٠- ولا يسئل حميم حميما ٠

হইয়াছে সে সম্পর্কে দুই মত পাওয়া যায়। (প্রথম মত) ইহা দ্বারা ঐ ঘটনীয় আযাবকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ কাফিরেরা তাহাদের প্রতি আগমণকারী আযাবকে দূরবর্তী ভাবে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উহা আসন্ন দেখেন।

(দ্বিতীয় মত) ইহা দ্বারা পঞ্চাশ বৎসরের দিনটিকে অর্থাৎ পরকালের বিচার দিনটিকে বুঝানো হইয়াছে। আমরা যেহেতু পঞ্চাশ হাজার বৎসর সম্বলিত বিবরণটিকে جملة معترضة অর্থাৎ ব্যাকরণগতভাবে সম্পর্কহীন বাক্য বলিয়া গ্রহণ করি কাজেই আমাদের মতে প্রথম তাৎপর্যই সঙ্গত।

৮। المهل 'আল্ মুহ্‌ল' শব্দটির তিনটি অর্থ পাওয়া যায় ইবনু আব্বাস রাঃ হইতে দুইটি ও ইবনু মাস'উদ রাঃ হইতে একটি। অর্থগুলি যথাক্রমে এই, 'যাইতুন তৈলের কাইট' আলকাতরার কাইট ও 'গলিত চাঁদি।'

يوم এই আয়াতে 'য়াওমা' শব্দটি কাহার সহিত সংযুক্ত সে সম্পর্কে চারিটি মত পাওয়া যায়। (প্রথম মত) ইহা 'কারীবান্' (قريبا) এর সহিত সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ঐ আযাবকে নিকটেই দেখেন। ঐ নিকটবর্তী সময়টি হইতেছে সেই দিন যেই দিনে এই সব ঘটিবে। (দ্বিতীয় মত) 'ইহা আযাবিন্ ওয়াকি'ইল (عذاب واقع) 'ঘটনীয় আযাবের' সহিত সংযুক্ত। অর্থাৎ যাচ্‌নাকারী যে আযাবের যাচ্‌না করে, প্রশ্নকারী যে আযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে এবং ধ্বংসযোগ্য কাফিরেরা যে আযাবযোগে ধ্বংস হইবে সেই আযাবটি ঘটিবে সেই দিন যে দিন এই সব ঘটনা ঘটিবে। (তৃতীয় মত) 'ফীয়াওমিন্' (في يوم) এর সহিত সংযুক্ত। অর্থাৎ ঐ যে পঞ্চাশ হাযার বৎসরের দিনটি—সেই দিনটি হইবে ঐ দিন যে দিন এই সব ঘটিবে। (চতুর্থ মত) ইহা পূর্বের কাহারও সহিত সংযুক্ত নয়। বরং ইহা হইতেছে একটি স্বতন্ত্র বাক্যের অংশ বিশেষ। উহা যে উহ্য ক্রিয়ার যারফ্ (ظرف) বা অধিকরণ কারক হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে উহা হইবে এইরূপ كان كذا وكذا অর্থাৎ যে দিন এই সব ব্যাপার ঘটিবে সেই দিন এমন সব ঘটনা ঘটিবে যাহা দুই চারি কথায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

আমাদের মতে প্রথম মত দুইটি গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় মতটি কষ্টকল্পিত বলিয়া এবং চতুর্থ মতটিতে অনর্থক কতিপয় শব্দ উহ্য ধরিতে হয় বলিয়া ঐ মত দুইটি গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আয়াতে ঘটনীয় দিনটির একটি অবস্থা বর্ণনা করা হইল। পরবর্তী আয়াতগুলিতে উহার অপর অবস্থা-গুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

৯। এই আয়াতে উল্লিখিত দিনটির দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সূরাহ আল্ মুয্‌যাম্‌মিল: ১৪ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পাহাড় পর্বতগুলি ঝুরঝুর পতনশীল বালুকাস্তূপে পরিণত হইবে। উহার পরে কি হইবে তাহা এই আয়াতে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ধূলাবালির আকারে উড়িতে থাকিবে। পাহাড় পর্বতগুলি যেহেতু সাদা, বিভিন্ন বর্ণের লাল ও ঘনকৃষ্ণ বর্ণের রহিয়াছে কাজেই ঐ উড়ন্ত পদার্থগুলি বিভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত ধুনাই করা পশমের মত দেখাইবে।

১০। এই আয়াতে উল্লিখিত দিনটির তৃতীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। তাহা এই, বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই সাধারণতঃ উভয়ের খাইর-আফী-আত, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, হাল-হকীকাত ইত্যাদি

www.ahlehadeethbd.org

١١ - يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ

لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ •

— ১১। তাহাদিগকে উহাদেরে দেখানো হইবে; অপরাধী ব্যক্তি কামনা করিবে যদি সে ঐ দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুক্তি মূল্য হিসাবে দিতে পারিত তাহার পুত্রগণকে.

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। এই আয়াতে বলা হয় যে, ঐ দিনটিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। ঐ দিনে অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেনা। সে তাহাকে 'ভাই কেমন আছ? হালচাল কি?' ইত্যাদি বলিয়াও সম্ভাষণ করিবে না। প্রত্যেকেই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিবে। কাহারও দিকে তাকাইবার প্রবৃত্তি কাহারও থাকিবে না। এই কথা বলিতে গিয়া সূরাহ আল্ হাজ্জ—২২ : দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ঐ দিনে স্তন্যদায়িনী মাতা তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্য দান করিতে ভুলিয়া যাইবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারী অকালে সন্তান প্রসব করিবে। মনে হইবে, সকল লোকই যেন মাতাল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা মাতাল হইবে না। বরং আল্লাহের কঠোর আযাবের আশংকাতেই তাহাদের এই অবস্থা হইবে। আবার এই কথাই বলিতে গিয়া সূরাহ 'আবাসা—৮০ : ৩৪—৩৭ আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে যে ঐ দিনটিতে মানুষ তাহার ভাই হইতে, তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতে, তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রদের হইতে পলায়ন করিবে, ঐ দিন প্রত্যেক লোকের এমনই অবস্থা হইবে যে, সে দিন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত কোন বাক্যালাপ করিবে না। এই আয়াতের আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয় কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক সংগত ও অত্যন্ত জোরালো ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যা দুইটি এই,

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যা) 'হামীমান্' শব্দের পূর্বে 'আন্' শব্দ উহ্য ধরিয়া। অর্থাৎ বাক্যটি মূলে ছিল, "ওয়া লা য়াস্'আলু হামীমুন্ 'আন্ হামীমিন্"। অতঃপর 'আন্' শব্দটি লোপ করিয়া হামীমিন্ কে 'হামীমান্' করা হইল। ইহাকে আরবী ব্যাকরণে 'মান্সূব বি নায্'ই খাফিয্' বলা হয়। এই বাক্যবিন্যাসে ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ, "কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না।" অর্থাৎ দুই জন পরিচিত লোকের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহাদের কেহই অপরকে জিজ্ঞাসা করিবে না যে, ভাই আমার অমুক বন্ধুর কোন খবর রাখ? সে কেমন আছে জান? এই ব্যাখ্যাটি প্রথমটির তুলনায় দুর্বল; কেননা ইহাতে একটি শব্দ উহ্য ধরা হইয়াছে।

(তৃতীয় ব্যাখ্যা) য়াস্'আলু শব্দটিকে 'যাচ্না করা' ও 'চাওয়া' অর্থে গ্রহণ করিয়া। তখন ব্যাখ্যা দাঁড়াইবে এইরূপ, "কোন্ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট কোন সুপারিশ, সাহায্য বা দয়া চাহিবে না। এই ব্যাখ্যাতেও সাহায্য, দয়া ইত্যাদি উহ্য ধরা হয় বলিয়া এই ব্যাখ্যাও দুর্বল।

১১। يُبَصَّرُونَهُمْ : তাহাদিগকে উহাদেরে দেখান হইবে। এই বাক্যটিকে পূর্বের সহিত সংযুক্ত ধরিয়াও ব্যাখ্যা করা চলে এবং পূর্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ধরিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে ইহাকে উহ্য প্রশ্নের (سؤال مقدر এর) জাওয়াব গণ্য করা হয় অর্থাৎ যখন বলা হইল যে, কোন বন্ধুও তাহার বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিবে না। তখন শ্রোতার মনে স্বভাবতঃ এই ভাব জাগিতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতই যদি না হয় তাহা হইলে তো বাক্যালাপের কোন কথাই আসে না। শ্রোতার মনের ঐ সংশয় নিরসনের জন্য বলা হইল, 'বন্ধুদিগকে তাহাদের বন্ধুদের দেখানো হইবে।"

এই ব্যাখ্যায় একটি প্রশ্ন উঠে। তাহা এই যে, পূর্বে 'হামীমুন্', 'হামীমান' শব্দ দুইটি এক বচনে রহিয়াছে আর এখানে 'য়ুবাস্সরূনা' ও 'হুম' উভয়ই বহু বচনে রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১২। এবং তাহার স্ত্রীকে ও তাহার ভ্রাতাকে,

১৩। এবং তাহার ঐ আত্মীয় স্বজনকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

১৪। এবং পৃথিবীতে যে কেহ ছিল তাহাদের সকলকে; তারপর উহা যদি তাহাকে পরিত্রাণ দিত!

(কিন্তু হায় তাহার নাজাত কিছুতেই হইবে না।)

١٢ - وصاحبته واخيه •

١٣ - وفصيلته التى تئويه •

١٤ - ومن فى الارض جميعا ثم ينجيه •

অতএব এই শব্দ দুইটির সর্বনাম দ্বারা হামীমকে কি করিয়া বুঝাইতে পারে? জওাব এই: এখানে হামীমুন্ ও হামীমান্ শব্দ হিসাবে যদিও একবচন তথাপি ইহার অর্থের মধ্যে 'বহু' নিহিত রহিয়াছে। কাজেই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদের জন্য বহুবচন সর্বনাম আনা সঙ্গত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'য়ুবাস্সরূনাহুম' বাক্যটিকে যদি পূর্ব হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র বাক্য (جملة مستأنفة) ধরা হয় তখন এই বাক্যের সর্বনাম দুইটি দ্বারা যথাক্রমে কাফিরদিগকে ও মুমিনদিগকে বুঝানো হইবে। অর্থাৎ কাফিরদিগকে দেখানো হইবে মুমিনদেরে। ইহার রহস্য এই যে, কেহ কঠিন বিপদগ্রস্ত হইলে সেই অবস্থায় যদি তাহাকে তাহার শত্রু দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে ঐ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক যাতনা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। তাই ঐ দিনে মুমিনদিগকে কাফিরদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করা হইবে। কাফিরগণ দেখিবে যে, তাহাদের শত্রু মুমিনেরা তাহাদের দুরবস্থা দেখিতেছে। তাহাতে কাফিরদের জ্বালা যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পাইবে।

মুমিন ও কাফিরেরা যখন এই ভাবে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে থাকিবে তখন কাফিরদের যে অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ইহার পরেই বলা হইয়াছে।

المجلوم: অপরাধী। কিন্তু অনুষঙ্গের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহার তাৎপর্য হইবে 'কাফির'।

১৪। ثم ينجيه – 'সুম্মা' অব্যয়যোগে 'য়ুন্জীহি' বাক্যটিকে 'য়াফ্তাদী' এর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কাফিরের কামনা হইবে দুইটি—একটি কামনা হইবে পুত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা, পরিজন ও দুনয়ার সকলকে তাহার মুক্তি মূল্যে সমর্পণ করা। আর দ্বিতীয় কামনাটি হইবে, উহা দ্বারা মুক্তিলাভ।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(১৪—১৬৫) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني انا حجاج بن محمد

قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبره

ان ام سلمة اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الي الصلوة وما توضا •

(১৬৫—১৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্ হাসান ইব্নু মুহাম্মাদ আয্ যাফারানী (যা'ফারানীয়াহ নামক স্থানের অধিবাসী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হজ্জাজ ইব্নু মুহাম্মাদ, তিনি বলেন ইব্নু জুরাইজ (আবদুল মালিক ইব্নু আবদুল 'আযীয ইব্নু জুরাইজ—দাদার দিকে সম্বন্ধ) বলেন, আমাকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইব্নু য়ুসুফ এই মর্মে যে 'আত্তা' ইব্নু য়াসার তাঁহাকে হাদীস জানান যে, উম্মু সালামাহ তাঁহাকে হাদীস জানান য, তিনি একদা ছাগলের বুকের পাশের গোশত ভাজা (রোষ্ট কাটলট) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পেশ করেন। অনন্তর তিনি উহার কিছু অংশ খান। তারপর তিনি উযূ না করিয়াই সলাতে দাঁড়ান।

(২৬৫-১৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৯১) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা ইমাম আহমাদও (মিশকাত : ৪১) বর্ণনা করিয়াছেন।

আগুনে পাক করা কোন খাদ্য খাইলে উযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবি'ঈদের মধ্যে মতভেদ ছিল। উম্মুল্ মুমিনীন আয়িশাহ, যাইদ ইব্নু সাবিত, আবূ হুরাইরাহ, আবূ মূসা, ইব্নু উমার, আনাস ইব্নু মালিক প্রমুখ সাহাবীগণ এবং উমার ইব্নু আবদুল 'আযীয, যুহরী, হাসান বাসরী প্রমুখ তাবি'ঈগণ এই মত পোষণ করিতেন যে, আগুন যোগে প্রস্তুত খাদ্য খাইলে উযূ নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে আবূ বাকর, 'উমার, 'উসমান, আলী, ইব্নু মাস'উদ, ইব্নু আব্বাস, জাবির প্রমুখ সাহাবীগণ এবং সুফ্য়ান সাওরী, সালিম ইব্নু আবদুল্লাহ, কাসিম ইব্নু মুহাম্মাদ প্রমুখ তাবি'ঈগণ এই মত পোষণ করিতেন যে, আগুনযোগে প্রস্তুত খাদ্য খাইলে উযূ নষ্ট হয় না। এই মাস্'আলা সংক্রান্ত হাদীসগুলি হইতে এই হাদীস ছাড়া এই গ্রন্থের এই অধ্যায়ে আরও দুইটি হাদীস (২৬ ও ২৯ নং) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নে উভয় পক্ষের দালীল ও যুক্তি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

উযূ নষ্ট হওয়ার পক্ষের হাদীস সমূহ

(এক) আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, "যে বস্তুকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অগ্নি স্পর্শ করিয়াছে তাহা খাইলে তোমরা উযূ কর।"—সাহীহ মুসলিম : ১।১৫৭, নাসাঈ : ১।৭৯

আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাই খাইলে উযূ করিতে হইবে—উহা যদি এক টুকরা পনীরও হয় তবুও।"—জামি' তিরমিযী (তুহফাহ : ১।৮১)।

(দুই) আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ কর।"—সাহীহ মুসলিম : ১।১৫৭।

(তিন) যাইদ ইবনু সাবিত বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা খাইলে উযূ করিতে হইবে।"—সাহীহ মুসলিম : ১।১৫৭।

ঐ "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ কর "—নাসাঈ : ১।৪০।

(চারি) উম্মু হাবীবাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ কর।' —আবূ দাউদ : ১।২৯, নাসা'ঈ : ১।৪০

(পাঁচ) আবূ তাল্হাহ রাঃ বলেন; রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে বস্তুকে আগুনে পরিবর্তিত করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ কর।"—সুনান নাসাঈ : ১।৪০ তাহাবী : শারহু মা'আনিল্ আসার : ১।৩৭।

(ছয়) আবূ আইয়ূব রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে বস্তুকে আগুন পরিবর্তিত করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ কর "—সুনান নাসা'ঈ : ১।৪০

(সাত) আনাস ইবনু মালিক রাঃ তাঁহার দুই কানের উপরে হাত রাখিয়া বলিতেন, এই দুইটি বধির হউক আমি যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়া না থাকি, "যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা তোমরা খাইলে উযূ করিও।"—সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮।

উযূ নষ্ট না হওয়ার পক্ষের হাদীস সমূহ

(এক) ইবনু 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের ঘাড়ের গোশত খান। তারপর উযূ না করিয়াই সলাত সম্পাদন করেন।—সাহীহ বুখারী : ৩৪ ; মুসলিম : ১।১৫৭ ; আবূ দাউদ : ১।২৮ ; তিরমিযী (তুহফাহ : ১।৮২)।

(দুই) 'আমর ইবনু উমাইয়া রাঃ একদা দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের ঘাড়ের গোশত (ছুরি দিয়া) কাটিতেছেন (ও খাইতেছেন) এমন সময় তাঁহাকে সলাতের জন্য আহ্বান করা হইল। তখন তিনি ছুরি ফেলিয়া দিলেন এবং উযূ না করিয়াই সলাত সম্পাদন করিলেন।—সাহীহ বুখারী : ৩৪ ; সাহীহ মুসলিম : ১।১৫৭ ; তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।৯৪)।

(তিন) সুওাইদ ইব্নু আন্নু'মান বলেন, খায়বার যুদ্ধে যাইবার সময় খায়বারের নিকটস্থ আস্-সহবা' নামক স্থলে 'আসর পড়ার পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদেশে ছাতু ঘোলা হইল। উহা তিনিও খাইলেন, আমরাও খাইলাম। তারপর তিনিও কুল্লি করিলেন, আমরাও কুল্লী করিলাম। তারপর তিনি মাগরিব সলাত পড়িলেন এবং আমরা পড়িলাম।—সাহীহ বুখারী : ৩৪ ; সুনান নাসা'ঈ : ১।৪০।

(চারি) উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার নিকটে ছাগলের ঘাড়ের গোশ্ত খান। তারপর উযূ না করিয়াই সলাত সম্পাদন করেন।—সাহীহ বুখারী : ৩৪ ; সাহীহ মুসলিম : ১।১৫৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(পাঁচ) আবূ রাফি' রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের জন্য ছাগলের পেটের গোশ্ত কাবাব করিতাম। তারপর তিনি (উহা খাইয়া) উযূ না করিয়াই সলাত সম্পাদন করিতেন।—সাহীহ মুসলিম ঃ ১।১৫৭।

(ছয়) উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের ঘাড়ের গোশ্ত খান। অনন্তর পানি স্পর্শ না করিয়াই সলাতের জন্য বাহির হইয়া যান।—সুনান নাসাই ১।৪০

(আশ্-শামায়িল ঃ ১৬৫-১৪ নং হাদীসটি অনুরূপ ভাব প্রকাশ করে)।

(সাত) আল্-মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাঃ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সামনে ছাগলের বুকের পাশের গোশতের কাবাব আনা হয়। তারপর তিনি ছুরি লইয়া উহা কাটিতে (ও খাইতে) থাকেন। সেই সময় বিলাল আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি ছুরি ফেলিয়া দিয়া সলাতের জন্য চলিয়া যান।—সুনান আবূ দাউদ ঃ ১।২৮, আশ্-শামায়িল ঃ ১৬৭-১৬ নং হাদীস

(আট) (ক) জাবির রাঃ বলেন, আমি একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে রুটি ও গোশ্ত পেশ করিলে তিনি উহা খান। তারপর উযূর পানি আনাইয়া উযূ করেন। তারপর যুহর সলাত পড়েন। অতঃপর ঐ খাদ্য হইতে যাহা বাকী ছিল তাহা আনিতে বলেন এবং উহা হইতে কিছু খান। তারপর উযূ না করিয়াই তিনি সলাতে দাঁড়ান। সুনান আবূ দাউদ ঃ ১।২৮

(খ) জাবির রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ ব্যাপার দুইটির শেষটি ছিল, 'যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা খাইয়া উযূ না করা।'—সুনান আবূ দাউদ ঃ ১।২৮-২৯।

ইমাম আবূ দাউদ (ক) হাদীসটির পরে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, "ইহা প্রথম হাদীসটির সংক্ষেপ।

(গ) জাবির রাঃ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অনন্তর তিনি এক আন্সারীয়াহ মহিলার বাড়ী গেলেন। তখন মহিলাটি তাঁহার জন্য একটি ছাগল যাব্হ করিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের কিছু গোশত খাইলেন। তারপর মহিলাটি খেজুর পাতার বুনানো একটি পাত্রে খেজুর আনিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু খেজুরও খাইলেন। তারপর তিনি উযূ করিয়া সলাতুয যুহর পড়িলেন। তারপর তিনি মহিলাটির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঐ মহিলাটি ঐ গোশতের যাহা বাকী ছিল তাহা হইতে কিছু তাঁহার নিকট আনিলে তিনি উহা খান। তারপর উযূ না করিয়াই সলাতুল্ 'আসর পড়েন।—জামি' তিরমিযী (তুহফাহ ঃ ১।৮২); আশ্-শামায়িল ঃ ১৮১-৩০ নং হাদীস।

(নয়) 'আবদুল্লাহ ইবনুল্ হারিস ইবনু জায্' বলেন, একদা আমি সহ ছয় কিম্বা সাত জন লোক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত কোন এক জন লোকের বাড়ীতে থাকাকালে বিলাল আসিয়া তাঁহাকে সলাতের জন্য ডাক দিলেন। তখন আমরা বাহির হইলাম এবং এমন এক জন লোকের পাশ দিয়া চলিলাম যাহার ডেকচি আগুনের উপরে ছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ লোকটিকে বলিলেন, 'তোমার ডেকচির পাক কি ঠিক হইয়াছে?" সে বলিল, "আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান! জি, হাঁ।" তখন তিনি ঐ ডেকচি হইতে এক টুকরা গোশত লইলেন এবং উহা চাবাইতে চাবাইতে সলাতের জন্য তাকবীর বলিলেন।—সুনান আবূ দাউদ ঃ ১।২৯।

এই পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলির সমন্বয় সম্পর্কে মতসমূহ

দুইটি হাদীসের মধ্যে বিরোধ স্বীকৃত হইবার শার্ত এই যে, উভয় হাদীসকেই সাহীহ অথবা হাসান হইতে হইবে। একটি হাদীস যদি সহীহ অথবা হাসান হয় এবং অপরটি যদি যা'ঈফ হয় তাহা হইলে যাঈফ হাদীসটি মোটেই বিচার্য নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইবে এবং সাহীহ হাদীসটি মতে 'আমাল করা অবশ্য কর্তব্য হইবে।

তারপর ইটি হাদীসে বিরোধ স্বীকৃত হইলে উহার সমন্বয়ের তিনটি পর্যায় মুহাদ্দিসগণ নির্ধারিত করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথম পর্যায়ে দেখিতে হইবে যে, ইহাদের প্রতি 'নাসিখ-মানসুখ' নীতি প্রয়োগ করা যায় কিনা। অর্থাৎ উহাদের একটিকে প্রত্যাহৃত ঘোষণা করা যায় কি না। এই ব্যবস্থা দুই ভিত্তিমূলে গৃহীত হয়। অন্তঃস্থ সাক্ষ্য যোগে (Internal evidence) অথবা একটি পূর্ববর্তী ও অপরটি পরবর্তী হওয়ার তারীখের ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখিতে হইবে যে, হাদীস দুইটির একটি এক ক্ষেত্রের বা এক অবস্থার প্রতি এবং অপরটি অপর ক্ষেত্রের বা অবস্থার প্রতি প্রয়োগ করা যায় কি না। এই ব্যবস্থাকে জামা (جمع) বা একত্রী করণ ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থাও সম্ভব না হইলে

তৃতীয় পর্যায়ে দেখিতে হইবে যে, সানাদ, 'আমাল প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে একটিকে প্রাধান্য দিয়া সেই বিধানকে চূড়ান্ত বিধান বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি না। এই ব্যবস্থাকে 'তারজীহ (ترجيح) বা প্রধান্য দান ব্যবস্থা বলা হয়।

আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে উভয় প্রকার হাদীসই সাহীহ ও প্রামাণ্য। কাজেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ স্বীকৃত। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় করিতে গিয়া এক দল আলিম ইহাদের প্রতি নাসিখ-মানসুখ নীতি চালাইবার চেষ্টা করেন। তারপর যাঁহারা এই মাস্‌আলাতে এই নীতি প্রয়োগ করেন তাঁহাদের একদল বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গোশত খাইয়া উযূ না করার আচরণ হইতেছে পরবর্তী সময়ের এবং উযূ করার আদেশটি হইতেছে আগেকার সময়ের। কাজেই পাক করা কোন কিছু খাইয়া উযূ না করাই অবধারিত। তাঁহাদের মতে উযূ থাকা অবস্থায় পাক করা কিছু খাইয়া কেহ যদি উযূ করে তাহা হইলে সে তাহার জন্য কোন সওয়াব তো পাইবেই না বরং অনর্থক পানি অপচয় করা অপরাধে অপরাধী হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রমাণে উল্লিখিত (আট) (খ) জাবির রাঃ এর উক্তি পেশ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম যুহরী প্রমুখ এক দল 'আলিম বলেন যে, 'পাক করা খাদ্য খাইলে উযূ করিতে হইবে' ইহাই হইতেছে পরবর্তী নির্দেশ। কাজেই পাক করা কিছু খাইলে উহাতে নিঃসন্দেহে উযূ নষ্ট হইবে। তাঁহারা (আট) (খ) এ জাবিরের উল্লিখিত উক্তিটি সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদের মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, জাবিরের উক্তটি ছিল সেই বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে। উহা এই মাস্‌আলাহ সম্পর্কে ব্যাপক মন্তব্য ছিল না।

আমাদের মতে এই হাদীসগুলির প্রতি নাসিখ মানসূখ নীতি প্রয়োগের কোনই ভিত্তি নাই।

তারপর আসে এই হাদীসগুলির প্রতি জাম্‌' নীতি প্রয়োগের কথা। ইমাম খাত্তাবী এখানে এই নীতি প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন যে, পাক করা খাদ্য খাইবার পরে উযূ করিবার আদেশটিকে 'ওজুব, বা 'অবশ্য পালনীয়' বোধক না ধরিয়া উহাকে 'ইস্‌তিহ্‌বাব' বা 'বাঞ্ছনীয়' বোধক ধরিতে হইবে। ঐ ক্ষেত্রে উযূ করা ভাল ; না করিলে কোন দোষ নাই।

আমরা এই মত সমর্থন করি।

তারপর আসে তারজীহ বা একটিকে প্রাধান্য দান নীতির কথা, ইমাম বাইহাকী এই প্রসংগে উস্‌মান দারিমীর উক্তি উদৃত করেন। উস্‌মান দারিমী বলেন, "এই বিষয়ে হাদীস পরস্পরবিরোধী হওয়ায় এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব হওয়ায় আমরা খুলাফা' রাশিদূনের আমলের প্রতি লক্ষ্য করিলাম এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা উযূ নষ্ট না হওয়ার মতটি গ্রহণ করিলাম।

ইমাম নাওয়াওীও এই হাদীসগুলির প্রতি প্রকারান্তরে তারজীহ নীতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, সাহাবী ও তাবি'ঈদের যুগে এই মাস্‌আলাতে মতভেদ ছিল। পরে উটের গোশ্‌ত ছাড়া আর সব পাক-করা খাদ্য সম্পর্কে এই ইজ্‌মা' (اجماع) হয় যে, উহা খাইলে উযূ নষ্ট হয় না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৬৬—১৫) حدثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن

(১৬৬—১৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান

ইমাম বুখারী এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু না বলিলেও তার্জীহের দিকে তাঁহার কতকটা ঝোঁক দেখা যায়। সাহীহ বুখারী ৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়—

'অধ্যায় ঐ ব্যক্তির যিনি ছাগলের গোশ্ত ও ছাতু খাইয়া উযূ করেন নাই এবং আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান গোশ্ত খাইয়া উযূ করেন নাই।"

যাঁহারা এই মাস্আলা সম্পর্কে এই 'তারজীহ' নীতি সমর্থন করেন তাঁহাদের কেহ কেহ উযূ করার আদেশটিকে মান্সূখ বলেন' এবং কেহ কেহ উযূর তাৎপর্য ও তাওঈল করেন ,ঐই হাতের তলা ও মুখ গহ্বর ধৌত করা'।

আমাদের মত

এই হাদীসগুলিতে নাসিখ মান্সূখের শারুত বিদ্যমান না থাকায় ঐ নীতি এখানে অচল। ইহা পূর্বে একবার দেখানো হইয়াছে। ইহার আর একটি কারণ এই যে, উযূর আদেশটি হইতেছে আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট আর উযূ না করার আচরণটি হইতেছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সংশ্লিষ্ট। কাজেই স্বীকৃত 'উসূল' এর নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে মানসূখ করিতে পারে না।

তারপর উযূ একটি শার্'ঈ পরিভাষা। ইহার তাৎপর্য হিসাবে 'হাতের তলা ও মুখ গহ্বর ধৌত করা' গ্রহণ করা একেবারে অবাস্তব ও সম্পূর্ণ কষ্টকল্পিত বিধায় মোটেই গ্রহণীয় হয়।

তারপর ইমাম নাওয়াবীর ইজ্মা দাবী করার কথা। প্রত্যেক আলিম বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহার ইজ্মা' অত্যন্ত সস্তা। তাই তাঁহার ইজ্মা' এর প্রতি কেহই গুরুত্ব আরোপ করেন না। বস্তুতঃ এক দল আলিম চোখ কান বন্ধ করিয়া যেমন কথায় কথায় মান্সূখ দাবী করিয়া থাকেন এবং কথায় কথায় অলীক কাল্পনিক তাওঈল ও অপব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ইমাম নাওয়াবী সেইরূপ কথায় কথায় ইজ্মা 'হাঁকিয়া বসেন।

তারপর আমরা এই ক্ষেত্রে ইমাম খাত্তাবীর জাম্' নীতি অনুসরণ করিয়া বলি যে উটের গোশ্ত ছাড়া অন্য যে কোন পাক করা খাদ্য খাইলে উযূ নষ্ট হয় না—তবে উযূ করা ভাল। অবশেষে শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহের মন্তব্য দ্বারা এই আলোচনা শেষ করিতেছি। তিনি বলেন,

"যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করিয়াছে তাহা খাইবার কারণে উযূ করা সম্বন্ধে কথা এই যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের 'আমাল এবং খুলাফা, ইব্নু আব্বাস, আবূ তালহা ও আরো সাহাবীর 'আমাল ইহার বিপরীত পাওয়া যায় এবং জাবির ইহাকে মান্সূখ বলেন। তবে পাক-করা খাদ্য খাইবার পরে উযূ করার পশ্চাতে এই কারণ রহিয়াছে যে, 'খাদ্য গ্রহণ করা' মানুষের এমন একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার যাহার অনুরূপ কোন কাজ মালায়িকা করেন না। কাজেই ইহাতে তাহাদের সহিত মানুষের সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়। আরও যাহা আগুনে রন্ধন করা হয় তাহা জাহান্নামের আগুন স্মরণ করাইয়া দেয়।—হুজ্জাতুল্লাহ: 'মু্জিবাতুল্ ওযূ' অধ্যায়।

(১৬৬-১৫) এই হাদীসটি সুনান ইব্নু মাজাহ: ২৪৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে হাদীসের শেষে এই কথাগুলি বেশী আছে, 'অনন্তর আমরা কাঁকরযুক্ত মাটিতে আমাদের হাত ঘষিলাম। তারপর তিনি দাঁড়াইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شِوَاءً فِى الْمَسْجِدِ •

(١٦٧—١٦) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاُتِىَ بِجَنْبٍ مَشْوِىٍّ

ইব্‌নু লাহী'আহ, তিনি রিওায়াত করেন সুলাইমান ইব্‌নু যয়াদ হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌নু আল্ হারিস হইতে, তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মাসজিদে 'আগুনে কাবাব করা' গোশ্‌ত খাইয়াছিলাম।

(১৬৭—১৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহ্‌মুদ ইব্‌নু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মিস'আর, তিনি রিওায়াত করেন আবূ সাখ্‌রাহ জামি' 'ইব্‌নু শাদ্দাদ হইতে, তিনি আল্‌-মুগীরাহ ইব্‌নু আবদুল্লাহ হইতে, তিনি আল্‌-মুগীরাহ ইব্‌নু শু'বাহ হইতে, তিনি বলেন, কোন এক রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমভিব্যাহারে (যুবা'আহ বিন্তুয্‌ যুবাইরের বাড়ীতে) মেহমান হইয়াছিলাম। তখন ছাগলের বুকের পাশের গোশ্‌তের কাবাব আনা হইল। তারপর তিনি বড় ছুরি লইয়া উহা কাটিতে লাগিলেন এবং উহা দ্বারা কাবাবের খানিকটা আমার জন্য কাটিলেন। রাবী বলেন, সেই সময় বিলাল আসিয়া তাঁহাকে সলাতের কথা জানাইলেন। তাহাতে তিনি ছুরি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উহার কী হইল! উহার দুই হাতে মাটি লাগুক। রাবী বলেন, আর বিলালের গোঁফ লম্বা হইয়াছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন,

সালাত সম্পাদন করিলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে সলাত সম্পাদন করিলাম।"

شِوَاء : আগুনে ঝলসানো গোশ্‌ত, কাবাব।

اَكَلْنَا فِى الْمَسْجِدِ : আমরা মাসজিদে আহার করিয়াছিলাম। মাস্‌জিদে আহার গ্রহণ করার দুইটি কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়। (এক) সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ই'তিকাফের অবস্থায় ছিলেন। অথবা (দুই) প্রয়োজন বশতঃ মাসজিদে 'আহার করা' বৈধ করার উদ্দেশ্যে তিনি মাসজিদে আহার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

(১৬৭-১৬) এই হাদীসটি সুনান আবু দাউদ: ১/২৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه ـ قال فجاء بلال يؤذنه بالصلوة فألقى الشفرة فقال ما له؟ تربت يداه ـ قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك ٠

(١٦٨ - ١٧) حدثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا محمد بن فضيل عن أبي

"তোমার গোঁফ মিসওয়াকের উপরে রাখিয়া আমি কাটিয়া দিব", অথবা তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকের উপর রাখিয়া কাটিয়া ফেল"। (রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দুই কথার মধ্যে কোন কথাটি বলিয়াছিলেন সে সম্পর্কে মুগীরাহ রাঃ এর ও সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে অথবা অপর কোন বর্ণনাকারীরও সন্দেহ হইয়া থাকিতে পারে।)

(১৬৮—১৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান ওয়াসিল ইব্‌নু আ'বদুল আ'লা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু ফুযাইল. তিনি রিওয়ায়াত করেন আ'বূ হাইয়্যান আত্‌তাইমী

أخذ الشفرة فجعل يحز : তিনি বড় ছুরি লইয়া কাটিতে লাগিলেন। এই হাদীস হইতে জানা যায় যে গোশ্‌তের কাবাব বড় ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে কোন দোষ নাই। অপর একটি হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ হাদীসে বলা হয় যে, 'আম্‌র্ ইব্‌নু উমাইয়াহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ছুরি দিয়া কাবাব কাটিয়া খাইতে দেখিয়াছেন।—বুখারী : ৩৪, মুসলিম : ১।১৫৭, তিরমিযী (তুহ্‌ফাহ : ৩।৯৪)।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পাক করা গোশ্‌ত ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে কোনই দোষ নাই। পরবর্তী হাদীসটির টীকায় এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইবে।

ما له : উহার হইল কি! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাইতে থাকাকালে তাঁহাকে সলাতের জন্য বিলালের ডাক দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলালের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তাই রাসূলুল্লা' সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আক্ষেপের সুরে এই কথা বলেন।

تربت يداه : তাহার হাত মাটিময় হউক। আক্ষেপসূচক বাক্যবিশেষ। আরবী ভাষায় অনুরূপ স্থলে 'নাকে মাটি লাগুক!' তোর মা তোকে হারাক!' ইত্যাদি বাক্যও বলা হয়।

قال وكان شاربه قد وفى রাবী (আল্‌মুগীরাহ্‌) বলেন. এবং তাহার গোঁফ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এই বাক্যে 'তাঁহার গোঁফ' বলিয়া কাহার গোঁফ বুঝানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে তিনটি মত পাওয়া যায়। কেহ বলেন, রাবী আল্‌মুগীরার, কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের, এবং কেহ বলেন, বিলালের। মিশ্‌কাতের ভাষ্যকার আল্‌মির্‌কাত গ্রন্থে 'আল্‌মুগীরার গোঁফ' তাৎপর্যটি গ্রহণ করেন। (মিশ্‌কাত: পৃষ্ঠা ৩৬৭, হাশিয়া ১০)।

(১৬৮-১৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।৯৫) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৪৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। فرفع اليه الذراع—ইমাম তিরমিযীর

www.ahlehadeethbd.org

حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها .

(তাইম বংশীয়) হইতে, তিনি আবূ যুর'আহ হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হইতে, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট (ছাগলের) গোশত আনা হইলে উহা হইতে একটি সামনের পা তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হয়। আর উহা খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। অনন্তর তিনি উহা হইতে দাঁতে ছিঁড়িয়া কিছু গোশ্‌ত খাইলেন।

জামি' গ্রন্থে রুফি'আ (رفع) স্থলে দুফি'আ (دفع) রহিয়াছে। অর্থে কোন তফাৎ হয় না।

كانت تعجبه ..... সামনের পায়ের গোশ্‌ত খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ১৭১-২০ নং হাদীসে করা হইবে।

فنهس منها তিনি উহা হইতে দাঁতে ছিড়িয়া কিছু গোশ্‌ত খাইলেন।

পূর্বের হাদীসটিতে এবং আরও অপর হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বড় ছুরি দিয়া কাবাব কাটিয়া খাইয়াছেন। আর এই হাদীসে বলা হইতেছে যে, তিনি দাঁতে ছিঁড়িয়াও কাবাব খাইয়াছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পাক করা গোশ্‌ত দাঁতে ছিঁড়িয়া অথবা ছুরি দিয়া কাটিয়া উভয় ভাবেই খাওয়া সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও জায়িয।

তবে ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইবার বিরুদ্ধে একটি হাদীস পাওয়া যায়। কাজেই সেই হাদীসটি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা হইতেছে। হাদীসটি এই:

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, 'খাওয়া কালে) তোমরা ছুরি দিয়া গোশ্‌ত কাটিও না; কেননা নিশ্চয় উহা অনারবদের রীতি। বরং তোমরা উহা দাঁত দিয়া কাটিয়া খাও; কেননা উহা অধিকতর উপাদেয় এবং উহাতে বেশী স্বাদ পাওয়া যায়।—সুনান আবূ দাউদ: ২।১৭৪। এই হাদীস বর্ণনা করিবার পর শেষে ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এই হাদীসটি 'কাওী' অর্থাৎ শক্তিশালী নহে।'

মিশকাত গ্রন্থকার মিশকাতের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া শেষে বরাত দেন ইমাম আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থের এবং ইমাম বাইহাকীম শু'আবুল ঈমান গ্রন্থের এবং তারপর বলেন, "তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি 'কাওী' অর্থাৎ শক্তিশালী নহে।

তর্কের খাতিরে এই হাদীসটিকে 'আমালযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইলে উহাদের সমন্বয় কি ভাবে করা হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(এক) কেবল মাত্র গোশ্‌তের কাবাবই ছুরি দিয়া কাটিয়া খাওয়া বৈধ হইবে। কোর্মা, রেযালা, স্টু প্রভৃতি শুরুয়াসহ পাক-করা গোশ্‌ত ছুরি দিয়া কাটিয়া খাওয়া চলিবে না; উহা দাঁতে কাটিয়াই খাইতে হইবে।

(দুই) ছুরি দিয়া গোশ্‌ত কাটিয়া খাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করা চলিবে না; মাঝে মাঝে ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে দোষ নাই।

www.ahlehadeethbd.org

(١٦٩—١٨) حدثنا محمد بن بشار ثنا ابوداود عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه

(১৬৯—১৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ দাউদ, তিনি রিওায়াত করেন যুহাইর ইব্‌নু মুহাম্মাদ (হইতে), তিনি রিওায়াত করেন আবূ ইসহাক (আস্‌ সাবী'ঈ) হইতে, তিনি সা'দ ইব্‌নু 'ইয়ায হইতে, তিনি ইব্‌নু মাস'উদ হইতে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্‌ত খাইতে ভাল লাগিত। রাবী বলেন, আর ছাগলের সামনের পায়েই বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল, আর রাবী মনে করিতেন যে, য়াহূদীগণ উহাতে বিষ মিশাইয়াছিল।

(তিন) গোশ্‌ত নরম করিয়া পাক করা হইলে ছুরি দিয়া কাটা চলিবে না। গোশ্‌ত যদি শক্ত রাখিয়া পাক করা হয় তাহা হইলে উহা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাওয়া চলিবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইমাম বাইহাকী পরিচ্ছেদটির শিরোনামা এই ভাবে লিখেন,

"ছুরি দিয়া গোশ্‌ত কাটা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা—সেই গোশ্‌ত সম্পর্কে যাহা পূর্ণরূপে পাক করা হইয়াছে।"

(১৬৯—১৮) এই হাদীসটি সুনান আবূদাউদ : ২। ১৭৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌নু মাস্‌'উদ রাঃ এর এক রিওায়াতে 'সামনের পায়ের গোশ্‌ত' স্থলে 'ঘাড়ের গোশ্‌ত' বর্ণিত হইয়াছে।

سم في الذراع :—সামনের পায়ের গোশ্‌তে বিষ মিশানো হইয়াছিল।

ان اليهود سموه : নিশ্চয় য়াহুদীরা উহাতে বিষ মিশাইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে এক জন য়াহূদী স্ত্রীলোক বিষ মিশাইয়াছিল। কিন্তু সে যেহেতু য়াহুদীদের আদেশক্রমে উহা করিয়াছিল এবং তাহার ঐ কাজে যেহেতু য়াহুদীদের সম্মতি ও সমর্থন ছিল সেই জন্য বলা হইয়াছে যে, 'য়াহূদীরা' উহাতে বিষ মিশাইয়াছিল।

'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খায়বারের য়াহূদীরা বিষাক্ত গোশ্‌ত খাইতে দিয়াছিল'—বলিয়া এই হাদীসে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে সেই ঘটনাটির আরও কিছু বিবরণ সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে পাওয়া যায়। তবে শামায়িলের হাদীসটি ইব্‌নু মাস'উদের যবানী বর্ণিত হইয়াছে; আর সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরাইরাহ 'আয়িশাহ ও আনাসের যবানী। ঐ হাদীসগুলির তারজামাহ প্রথমে দিয়া পরে ঘটনাটি আমূল বর্ণনা করিব।

আবূ হুরাইরাহ রাঃ বলেন, খায়বার যখন জয় হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে একটি ছাগল হাদিয়া দেওয়া হয়। ঐ ছাগলে বিষ দেওয়া ছিল। অনন্তর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, "এখানে যত য়াহুদী আছে সকলকে আমার সামনে একত্রিত কর। ফলে তাহাদিগকে একত্রিত করা হইল। তখন (দুইটি প্রশ্ন করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরে)·····তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। তোমরা কি সেই সম্পর্কে সত্য কথা বলিবে?" তাহারা বলিল, "হাঁ, হে আবুল কাসিম।" তিনি বলিলেন, "তোমরা কি এই ছাগলে বিষ রাখিয়াছিলে?" তাহারা বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "কোন ব্যাপার তোমাদিগকে এই কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল?" তাহারা বলিল, "আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন তাহা হইলে আমরা এই উপায়ে আপনার কবল হইতে আরাম পাইব। আর আপনি যদি সত্যই নাবী হন তাহা হইলে উহা আপনার কোনই ক্ষতি করিবে না।" —সাহীহ বুখারী : ৪৪৯ ও ৮৫৯·৬০।

'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে রোগে মারা যান সেই রোগের কালে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "হে 'আয়িশাহ, খায়বারে আমি যে খাদ্য খাইয়াছিলাম তাহার যাতনা আমি বরাবর পাইয়া আসিতেছি। আর এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, ঐ বিষের কারণে আমার প্রাণশিরা ছিন্ন হওয়ার সময় উপস্থিত।" —সাহীহ বুখারী : ৬৩৭।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, একদা একজন য়াহুদী স্ত্রীলোক গোশ্তে বিষ মিশাইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আনিল। অনন্তর তিনি উহা হইতে কিছু খাইলেন। তারপর ঐ স্ত্রীলোকটিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আনা হইল। অনন্তর তিনি ঐ স্ত্রীলোকটিকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি আপনাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তোমাকে সে ক্ষমতা দেনই নাই।" সাহাবীগণ বলিলেন, "আমরা কি উহাকে হত্যা করিব না?" তিনি বলিলেন, "না।" আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলজিহ্বায় ঐ বিষের চিহ্ন আমি বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। —সাহীহ মুসলিম : ২ | ২২২।

সাহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্কাস্তাল্লানী, সাহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার আন্ নাওয়াওী প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি আদ্যোপান্ত এই ভাবে বর্ণনা করেন—

য়াহুদী মুরাহ্হাবের ভগ্নী ও য়াহুদী অল্হারিসের কন্যা য়াহুদী রমনী যাইনাব ছাগলের সামনের পায়ের গোশতে বিষ দিয়া উহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে হাদিয়া হিসাবে পেশ করে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা হইতে কিছু গোশ্ত খাইলে আল্লাহের হুকমে ঐ গোশ্ত তাঁহাকে জানায় যে, উহাতে বিষ দেওয়া আছে। তারপর জিব্রীল আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া গোশ্তের উক্তির প্রতি সমর্থন জানান। তাহাতে তিনি ঐ গোশ্ত খাওয়া হইতে ক্ষান্ত হন এবং সাহাবীদিগকে ঐ গোশ্ত খাইতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ বিষের ক্রিয়া হইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে রক্ষা করেন এবং যে সব সাহাবী ঐ খাদ্য খাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র বিশ্র ইব্নুল্ বারা' ইব্নু মা'রূর ছাড়া আর সকলকেই ঐ বিষের ক্রিয়া হইতে রক্ষা করেন। বিশ্র অবশ্য তৎক্ষণাৎই মারা যান নাই বরং কিছু কাল পরে ঐ বিষক্রিয়ার ফলেই মারা যান।

তারপর ঐ স্থানে যত য়াহুদী ছিল তাহাদের সকলকেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদেশে তাঁহার সম্মুখে হাযির করা হয় এবং তাহারা স্বীকার করে যে, তাঁহাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই ঐ গোশ্তে তাহারা বিষ দিয়াছিল। তখন সাহাবীগণ মূল আসামী যাইনাবকে 'হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ মিশানো' অপরাধে হত্যা করিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হত্যা করিতে নিষেধ করেন এবং ঐ রমনীকে মাফ করিয়া দেন।

অনন্তর ঐ বিষাক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলে কিছু কাল পরে বিশ্র ইব্নুল্ বারা' ইব্নু মা'রূর ইন্তিকাল করিলে ঐ হত্যা অপরাধে ঐ রমনীকে কাতল করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

(١٧٠—١٩) حدثنا محمد بن بشار ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا ابان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابى عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولنى الذراع فناولته ثم قال ناولنى الذراع فقلت رسول الله كم للشاة من ذراع؟ فقال والذى نفسي بيده لوسكت لناولتنى الذراع ما دعوت•

(১৭০—১৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুসলিম ইবনু ইবরাহীম, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবান ইবনু য়াযীদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হইতে, তিনি আবূ 'উবাইদ হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য এক ডেকচি ছাগলের গোশত পাক করিয়াছিলাম আর ছাগলের সামনের পায়ের গোশত খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। তাই আমি তাঁহাকে সামনের একটি পা দিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, "আমাকে সামনের আর একটি পা দাও।" তখন আমি তাঁহাকে সামনের আর একটি পা দিলাম। তারপর তিনি আবার বলিলেন, "আমাকে সামনের আর একটি পা দাও।" তখন আমি বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল ছাগলের সামনের পা কয়টি থাকে?" তিনি বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে তাঁহার কসম, তুমি যদি চুপ থাকিতে তাহা হইলে আমি যতক্ষণ সামনের পা আনিতে বলিতে থাকিতাম ততক্ষণ তুমি আমাকে উহা দিতে থাকিতে।"

এই ঘটনাটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মু'জিযাহ তিন ভাবে প্রকাশ পায়। (এক) তাঁহার সহিত প্রাণহীন মাংসখণ্ডের কথা বলা। (দুই) আল্লাহের তরফ হইতে বিষের খবর পরিজ্ঞাত হওয়া ও (তিন) মারাত্মক প্রাণঘাতী বিষ খাইয়া সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকা।

(১৭০—১৯) এই হাদীসটি সুনান দারিমী গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।—(মিশ্কাত : ৪১ পৃষ্ঠা)

كم للشاة من ذراع : ছাগলের সামনের পা কয়টি হয়? আবূ উবাইদের পক্ষে এই ধরনের কথা বলা সঙ্গত হয় নাই। কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এখনই ছাগলের সামনের দুইটি পা খাইয়া তিনি উহা কিছুতেই ভুলেন নাই। তবুও তিনি যখন আর একটি সামনের পা চাহিলেন তখন ডেকচিতে উহা তালাশ করিতে যাওয়াই আবূ উবাইদের উচিত ছিল। এই চরম বেআদবীর ফলে আবূ উবাইদ একটি মু'জিযা স্বচক্ষে দর্শন করা হইতে মাহরূম হন। কারণ, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবূ উবাইদের ঐ উক্তির পরে বলেন, 'তুমি যদি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٧١—٢٠) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن

(১৭১—২০) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্‌হাসান ইব্‌নু মুহাম্মাদ আযযা'ফারানী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্‌য়া ইব্‌নু 'আব্বাদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন ফুলাইহ ইব্‌নু সুলাইমান হইতে, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আব্বাদ বংশীয় একজন লোক যাঁহাকে আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌নু য়াহ্‌য়া ইব্‌নু 'আব্বাদ বলা হইত, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্লাহ ইব্‌নু

কোন কথা না বলিয়া ছাগলের সামনের পা আনিতে যাইতে তাহা হইলে আমি যতবার তোমাকে সামনের পা আনিতে বলিতাম ততবার তুমি ছাগলের সামনের পা পাইতে থাকিতে।" এই প্রসংগে তা'লীম ও তার্‌বিয়াত সম্পর্কে একটি কথা বলিতেছি।

তা'লীম ও তার্‌বিয়াত—শিক্ষা ও দীক্ষা

ছাত্র যখন শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জন করিবে তখন তাহার কর্তব্য হইবে প্রশ্নযোগে আলোচ্য বিষয় পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। জ্ঞান অর্জনের বেলায় প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ নয়, বরং তখন প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্নের একটি সীমা থাকা প্রয়োজন। অবু যার্‌র্‌ গিফারী রাঃ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে প্রশ্ন করিয়া বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া লইতেন। তিনি বলেন, কিন্তু এক বার তিনি লাইতুল্‌ কাদর সম্বন্ধে প্রশ্নে সীমা ছাড়াইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার প্রতি এত ক্রোধান্বিত হন যে, আবু যার্‌র্‌ ঐরূপ ক্রোধান্বিত হইতে তাঁহাকে আর কখনও দেখেন নাই। কাজেই দেখা যায়, জ্ঞান অর্জন ব্যাপারে ছাত্র প্রশ্ন করিতে পারে কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে; সে যেন সীমাতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া না বসে।

পক্ষান্তরে শিষ্য যখন গুরুর নিকট তার্‌বিয়াত ও দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহার সুহ্‌বাত ও সাহচর্যে থাকিবে তখন তাহার কর্তব্য হইবে প্রশ্ন ব্যাপারে কঠোর সংযম অবলম্বন করা। এই ক্ষেত্রে শিষ্যের জন্য যাহা জানা উচিত তাহা গুরু নিজেই উপলব্ধি করিয়া শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন। শিষ্যের প্রশ্ন করার প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে খুব কমই হইয়া থাকে।

(১৭১—২০) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহ্‌ফাহ : ৩। ৯৫) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এই হাদীসের পূর্বের তিনটি হাদীসে আবু হুরাইরাহ, ইব্‌নু মাস'উদ ও আবু 'উবাইদ বলেন যে, ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্‌ত খাইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাল লাগিত। কিন্তু এই হাদীসে 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন যে, ছাগলের সামনের পায়ের গোশত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রিয়তম গোশ্‌ত ছিল না। বাহ্যতঃ পরস্পরবিরোধী এই দুই প্রকার হাদীসের সমন্বয় নিম্নলিখিত ভাবে করা হয়।

(এক) প্রকৃতপক্ষে ইহা পরস্পরবিরোধী নয়। কারণ সাহাবীত্রয় বলিয়াছেন' 'ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্‌ত খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত (يعجبه)। তাঁহাদের কেহই বলেন নাই যে, উহা তাঁহার সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল।

(দুই) চারি জনেরই উক্তি হইতেছে তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত। তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি বেশীর ভাগই ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্‌ত খাইতেন। ইহা হইতে সাহাবীত্রয় অনুমান করেন যে, উহা খাইতে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

يحيى بن حبان عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا ۔

আযযুবাইর হইতে, তিনি 'আয়িশাহ হইতে তিনি বলেন ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্ত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সবচেয়ে বেশী প্রিয় গোশ্ত ছিল না। তবে কি না তিনি এক বা ততোধিক দিন পরে পরে গোশ্ত খাইতে পাইতেন—প্রত্যহ গোশ্ত খাইতে পাইতেন না বলিয়া আর সামনের পা সব চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি পাক হয় বলিয়া সামনের পায়ের জন্য তাড়াতাড়ি করা হইত।

ভাল লাগিত বলিয়াই তিনি উহা খাইতেন। আর আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্ত তাঁহার বেশীর ভাগ খাওয়ার মূলে উহার প্রতি তাঁহার আসক্তি মোটেই ছিল না। বরং 'বেশীর ভাগ সময়ই' তাঁহার উহা খাইবার প্রকৃত কারণ এই ছিল যে, তিনি সব সময় গোশত খাইতে পাইতেন না। তাঁহার ভাগ্যে কালে ভদ্রে গোশ্ত খাওয়া জুটিত। মাসের পর মাস ধরিয়া তাঁহাকে একমাত্র খেজুর খুরমা ও পানি খাইয়াই দিন গুজরান করিতে হইত। কাজেই যখনই গোশ্ত হস্তগত হইত তখনই যত দ্রুত সম্ভব তাঁহাকে গোশ্ত খাওয়াইবার জন্য আমাদের সকলেরই প্রবল ইচ্ছা হইত। আর ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্ত যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় সেই জন্যই ঐ গোশ্ত তাড়াতাড়ি পাক করিয়া তাহার সামনে পেশ করা হইত।

(তিন) 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার উক্তির তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, 'অমুক গোশ্ত খাইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভালবাসিতেন' এইরূপ মন্তব্যের মধ্যে বিশেষ খাদ্যের প্রতি তাঁহার লোভের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং তিনি তাঁহারই প্রতিবাদে এই কথা বলেন।

ইহা লক্ষণীয় যে, এই হাদীসগুলিতে যেমন বলা হইয়াছে যে, ছাগলের সামনের পায়ের গোশ্ত খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত সেইরূপ ইব্নু মাস্'উদের এক রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, কাঁধের গোশ্ত খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। তাহা ছাড়া এই অধ্যায়ের ১৪ ও ১৬ নং হাদীসে বুকের পাশের গোশতের কাবাব খাওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহারই পরের হাদীসটিতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, পিঠের গোশ্ত হইতেছে সবচেয়ে-বেশী সুস্বাদু গোশ্ত।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনসারী ॥

আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসগণের ইস্‌তিদলাল ও ইজতিহাদী বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হানাফী বিদ্বানগণ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহাহ্ পাঠের নিষিদ্ধতায় কুর্‌আনের সর্বজন বিদিত আয়াত—"যখন কুর্‌আন পঠিত হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক"—আয়াতটীকে দলিল স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। সেই কারণে উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা যরূরী মনে করি। কাজেই পাঠকবর্গের সম্মুখে উক্ত আয়াতের অগ্রপশ্চাতের সকল আয়াত উধৃত করিয়া দিয়া, উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ সূরাহ আ'রাফে ২০৩—২০৫ আয়াতে বলেন :

واذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها' قل انما اتبع مايوحي الى من ربي' هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون • واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون' واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغفلين •

(হে নাবী) আপনি যখন (তাহাদের ফরমাইশ মত) কোন আয়াত বা কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট না আনেন, তখন তাহারা বলে, "আপনি নিজে বাছাই করিয়া উহা আনিলেন না কেন ?" (হে নাবী) আপনি বলুন, "আমি কেবল মাত্র উহারই অনুসরণ করিয়া থাকি, যাহা আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ হইতে অহী করা হয়, ইহা (কুর্‌আন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আগত জাজ্বল্যমান প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রাহমাত সেই সব লোকের জন্য যাহারা ঈমান পোষণ করে। আর যখন কুর্‌আন পঠিত হয়, তখন তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, তাহা হইলে তোমরা রাহমাত প্রাপ্ত হইবে।" আর (হে নাবী) সকালে ও সন্ধ্যাগুলিতে তুমি তোমার রাব্বকে কান্নাকাটি ও ভীতি সহকারে তোমার মনে মনে এবং অনুচ্চ শব্দযোগে স্মরণ কর ; এবং (সাবধান) গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট নুবুওতের প্রমাণ স্বরূপ অলৌকিক বস্তুর ফরমাইশ করিলে উহার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা কুর্‌আন মজীদকেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, হিদায়াত এবং রাহমাত বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, এই কুর্‌আনের মত সম্পদ ও নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়ার পর নুবুওতে মুহাম্মাদীর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের বা অন্যান্য নিদর্শনের ফরমাইশ করার অবকাশ নাই। অতএব, ঐ পবিত্র কিতাব যখন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা ধীর ও স্থির ভাবে নীরবে উহা শ্রবণ কর।

ইমাম রাযী কুর্‌আনের এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ; কাফিরগণ নুবুওতের সত্যতা সম্পর্কে অলৌকিক বস্তু দেখিতে চাহিলে আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তা'আলা কুরআনকেই শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা বলিয়া ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وقالوا لولا انزل عليه ايت من ربه قل انما الايت عند الله وانما انا نذير مبين • او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون •

"আর তাহারা (মাক্কার কাফিরেরা) বলিত যে, তাহার (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের) উপরে নুবুওতের সাক্ষ্য স্বরূপ) তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন মু'জিযা নাযিল হয় না কেন? (হে নবী) আপনি বলুন, মু'জিযা সমূহ প্রকাশ করা বা না করা সবই আল্লাহের ইচ্ছা সাপেক্ষ আর আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। (নুবুওতের সাক্ষ্য ও বিশ্বস্ততার জন্য) ইহাই কি তাহাদের নিকট যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি 'আল্‌কিতাব' অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হইয়া থাকে। নিশ্চয় ইহার মধ্যে রহিয়াছে রাহমাত এবং উপদেশ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান রাখে (ইহার সত্যতায়)।—(২৯ আল্-আনকাবূত : ৫১)।

এখন উল্লিখিত আয়াতটি এবং সূরাহ আল্-আ'রাফের واذا قرئ القرآن আয়াতটির সহিত সূরাহ ৪১ হামীম আস্‌সিজদাহ : ২৬ আয়াত মিলাইয়া তাফসীর ইব্নু কাসীরে প্রমাণ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, واذا قرئ القرآن আয়াতটি কাফিরদের শানে নাযিল হইয়াছে।

সহজে বুঝিবার জন্য আমরা উহার একটি নক্‌শা পেশ করিতেছি।

আল্লাহর পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ	কাফিরদের কথা
(১) واذا قرئ القرآن فاستمعوا له	(১) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن •
(১) আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।	(১) আর কাফেরগণ বলিত যে, তোমরা কুরআন পাঠ শ্রবণ করিও না
(২) وانصتوا	(২) والغوا فيه
(২) এবং নীরব থাক	(২) এবং গোলমাল কর
(৩) لعلكم ترحمون	(৩) لعلكم تغلبون
(৩) সম্ভবতঃ তোমরা অনুগ্রহ লাভ করিবে।	(৩) সম্ভবতঃ তোমরা জয়লাভ করিবে।

কাজেই সূরাহ আ'রাফের ঐ আয়াতটি নামাযের কিরাআতের প্রতি মোটেই প্রযোজ্য নহে।

সূরাহ আরাফের উক্ত আয়াতটিকে যদি তর্কের খাতিরে নামাযে কিরাআত পাঠের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে উহা দ্বারা কেবলমাত্র এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, জেহ্‌রী নামাযে মুক্তাদীরা ইমামের উচ্চস্বরে কিরাআত শ্রবণ করিবে। কিন্তু মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে কিছুই বলা হইতেছে না; বরং পরবর্তী ২০৫নং আয়াতে সকাল

www.ahlehadeethbd.org

ও সন্ধ্যায় কান্নাকাটি ও ভীতি সহকারে মনে মনে অনুচ্চস্বরে নিজ রাব্বের যিকর (স্মরণ) করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব উক্ত আয়াত দুইটি মিলাইয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করিবে তখন উহা শুনিতে হইবে এবং চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। আর পরবর্তী আয়াতে মনে মনে কিরাআত পাঠের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (কেননা, চুপ থাকা মনে মনে পড়ার পরিপন্থী নহে।) আর তাফসীর আশ্‌রাফীতে বলা হইয়াছে, "জানা আবশ্যক যে, আল্লাহের যিকরের ব্যাপক অর্থের মধ্যে কুরআন তিলাওাত শামিল রহিয়াছে।" এক্ষণে কুরআনের "ফাক্‌রা'উ মা তায়াস্‌সারা" আয়াত দ্বারা ইমাম ও মুক্‌তাদী সকল নামাযীর উপর মুত্‌লাক কিরাআত পড়া ফরয দাঁড়ায়। আর "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামায হইবে না" হাদীসের দ্বারা উক্ত মুতলাক কিরাআতকে সূরাহ ফাতিহা দ্বারা সীমিত বা মুকাইয়াদ করা হয়। অতএব ইমাম যখন কিরাআতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেন, তখন ২০৪ নং আয়াতের নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও নীরব থাকিয়া ২০৫ নং আয়াতের নির্দেশ-অনুসারে মনে মনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিয়া লইলে আয়াত এবং হাদীস সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। তাফসীর বাঈযাবীতে ২০৫নং আয়াতটির তাফসীরে ইহারই সমর্থন বলা হইয়াছে :

امر للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الامام من قراءته .

"ইহা ইমাম কিরাআত হইতে ফারেগ হওয়ার পর (সাক্‌তাকালে) মুক্‌তাদীর প্রতি মনে মনে কিরাআত করার আদেশ।"

বিশ্বশ্রুত বিদ্বান শাহ ওালীয়ুল্লাহ মুহদ্দিস দিহ্‌লভী (রঃ) লিখিয়াছেন :

وان كان مأموما وجب عليه الانصات والاستماع فان جهر الامام لم يقرأ الا عند السكتة ، وان خافت فله الخيرة فان قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الامام وهذا اولى الاقوال عندى وبه يجمع بين احاديث الباب .

"আর নামাযী যদি মুক্‌তাদী হয় তাহা হইলে তাহার উপর [কিরাআতকালে] চুপ থাকা ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ওয়াজিব। অতঃপর ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত করিলে সাক্‌তা-কালে পড়িয়া লইবে। আর যদি (ইমাম) চুপে কিরাআত করেন, তাহা হইলে কিরাআত ব্যাপারে মুক্‌তাদীর পূর্ণ ইখতিয়ার রহিয়াছে। আর কিরাআত করিবার সময় সে সূরাহ ফাতিহা এরূপ ভাবে পড়িবে যেন তাহাতে ইমামের কিরাআতে কোন বিঘ্ন না হয়। আর ইহাই আমার নিকট সর্বোত্তম উক্তি এবং এই ভাবেই উক্ত (ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা বা না করা) অধ্যায়ের সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।" হুজ্জাতুল্লাহিল বালি-গাহ (তর্জমা (২) সহ) ৩৮ পৃষ্ঠা (মূল মিসরী ছাপা : ২ । ৭—সম্পাদক)।

প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থে জুম'আর খুতবার সময় "যখন কুরআন পড়া হয়" আয়াতের মর্মানুসারে চুপ থাকিবার জন্য নির্দেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে,

يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .

আয়াতের তাৎপর্য্য অনুসারে দরুদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়া বলা হইয়াছে,

الا اذا قرء قوله تعالى صلوا عليه فيصلي سرا

www.ahlehadeethbd.org

॥ মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনসারী ॥

আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসগণের ইস্তিদলাল ও ইজতিহাদী বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হানাফী বিদ্বানগণ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহাহ্ পঠের নিষিদ্ধতায় কুর্আনের সর্ববর্জন বিদিত আয়াত—"যখন কুর্আন পঠিত হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক"—আয়াতটীকে দলিল স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। সেই কারণে উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা যরূরী মনে করি। কাজেই পাঠকবর্গের সম্মুখে উক্ত আয়াতের অগ্রপশ্চাতের সকল আয়াত উধৃত করিয়া দিয়, উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ সূরাহ আ'রাফে ২০৩—২০৫ আয়াতে বলেন :

واذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها' قل انما اتبع مايوحي الي من ربي' هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون • واذا قري القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون' واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغفلين •

(হে নাবী) আপনি যখন (তাহাদের ফরমাইশ মত) কোন আয়াত বা কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট না আনেন, তখন তাহারা বলে, "আপনি নিজে বাছাই করিয়া উহা আনিলেন না কেন?" (হে নাবী) আপনি বলুন, "আমি কেবল মাত্র উহারই অনুসরণ করিয়া থাকি, যাহা আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ হইতে অহী করা হয়, ইহা (কুরআন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আগত জাজ্জল্যমান প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রাহমাত সেই সব লোকের জন্য যাহারা ঈমান পোষণ করে। আর যখন কুর্আন পঠিত হয়, তখন তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, তাহা হইলে তোমরা রাহমাত প্রাপ্ত হইবে।" আর (হে নাবী) সকালে ও সন্ধ্যাগুলিতে তুমি তোমার রাব্বকে কান্নাকাটি ও ভীতি সহকারে তোমার মনে মনে এবং অনুচ্চ শব্দযোগে স্মরণ কর; এবং (সাবধান) গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট নুবুওতের প্রমাণ স্বরূপ অলৌকিক বস্তুর ফরমাইশ করিলে উহার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা কুর্আন মজীদকেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, হিদায়াত এবং রাহমাত বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, এই কুর্আনের মত সম্পদ ও নিদর্শন অবতীর্ণ হওয়ার পর নুবুওতে মুহাম্মাদীর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের বা অন্যান্য নিদর্শনের ফরমাইশ করার অবকাশ নাই। অতএব, ঐ পবিত্র কিতাব যখন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা ধীর ও স্থির ভাবে নীরবে উহা শ্রবণ কর।

ইমাম রাযী কুর্আনের এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন; কাফিরগণ নুবুওতের সত্যতা সম্পর্কে অলৌকিক বস্তু দেখিতে চাহিলে আল্লাহ

www.ahlehadeethbd.org

"কিন্তু যখন ইমাম আল্লাহের (এই নির্দেশ সুচক) صلوا عليه কালাম পাঠ করিবে, তখন (শ্রবণকারী) চুপে চুপে সলাত পাঠ করিয়া লইবে" শারহ বিকায়াহ: ১৭৫ পৃষ্ঠা। হিদায়ার ভাষ্য 'কিফায়া'য় বলা হইয়াছে

فيصلي السامع مع نفسه اى يصلي بلسانه خفيا

'শ্রবণকারী মনে মনে সলাত পড়িয়া লইবে অর্থাৎ শ্রবণকারী জবানের সাহায্যে আস্তে আস্তে সলাত পড়িয়া লইবে"—(১) ৬৪ পৃষ্ঠা। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইল যে,—হানাফী মযহাবেও শারয়ী নির্দেশ পালনের জন্য আস্তে আস্তে (মনে মনে) পড়া শ্রবণ এবং চুপ থাকার পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয়তঃ শ্রবণ এবং চুপ থাকার 'আম (ব্যাপক) নির্দেশ যে ব্যাপারে রহিয়াছে সেই ব্যাপারে যদি কোন খাস অধীকার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন যদি ঐ খাস অধীকার হুকুম পালন করাই কর্তব্য হয় তবে কোন খাস কিরাআতের হুকুম পালন করাও কর্তব্য হইবে। ইহার সমর্থনে আল্লামাহ আবদুল হাই লাখনাবী লিখতেছেন:

والحق انه لا مانع من جواز كل ما منعوه حالة سكتات الامام اذا لم يخل بالاستماع من دون التقييد بوقت دون وقت كما اوضحناه في الغاية ۔

'আর ন্যায্য কথা এই যে, যে সব কাজ (যথা, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত করা, ইমাম কোন তারগীব বা তারহীব মুলক আয়াত পাঠ করিলে মুক্তাদীর দু'আ করা ইত্যাদি ব্যাপারে) ফকীহগণ নিষেধ করিয়াছেন, ইমামের সাকতা (দুই আয়াতের মাঝে বিরাম) কালে ইমামের কিরাআত শ্রবণে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিলে যে কোন সময়েই উহা পাঠে কোন বাধা হইতে পারে না। এই কথা আমি আমার 'স'আয়াহ কিতাবে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছে।" উমদাতুর-রি'আয়াহ (প্রচলিত শারহ বিকায়াহ: ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাশিয়াহ নং ২।)

এই ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রের দিকদিশারী ইমাম বুখারী (রঃ) এর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

واحتج بعض هولاء فقال لا يقرء خلف الامام لقول الله تعالى فاستمعوا له وانصتوا' فقيل له فيثني على الله والامام يقرء ؟ قال نعم' قيل له لما جعلت عليه الثناء والثناء عندك تطوع يتم الصلوة بغيره والقراءة فى الاصل واجب ؟ اسقطت الواجب بحال الامام لقول الله تعالى 'فاستمعوا' وامرته ان لا يسمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضة اهون حالا من التطوع وزعمت انه اذا جاء والامام فى الفجر فانه يصلي ركعتين لا يسمع ولا ينصت لقراءة الامام وهذا خلاف ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم' قال اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة ۔

'ইমামের পিছনে কিছুই পড়া চলিবে না' এই দাবী প্রসংগে তাঁহাদের (হানাফী বিদ্বানগণের) কেহ কেহ দালীল স্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন আল্লাহ তা'আলার বাণী—"তোমরা মনদিয়া শ্রবণ কর এবং নীরব থাক।" তখন তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইমামের কিরাআতের সময় কোন ব্যক্তি আসিয়া নামাযে যোগদান করিলে সে সানা' অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্ম......

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পড়িতে পারিবে কি ? তাহাতে তিনি বলিবেন "হাঁ, পড়া যাইবে।" তখন তাঁহাকে (হানাফী বিদ্বানকে) বলা হইবে যে, (ইমামের কিরাআতের সময়) মুক্তাদীর সানা পাঠ করা জায়িয বলিলেন অথচ আপনার নিকটে সানা পাঠ করা নাফল, যাহা না পড়িলে নামায হইয়া যাইবে। আর কিরা-আত অর্থাৎ কুরআন পাঠ ফারয হওয়া সত্বেও আপনি "তোমরা মন দিয়া শুন" আয়াতের নির্দেশ অনুসারে মুক্তাদীর জন্য ঐ ফারয রহিত করিয়া দিলেন, ইহা কেমন কথা ! তবে মুক্তাদীকে কি সানা পাঠ কালে ইমামের কুরআন পাঠ শুনিতে হইবে না ? তারপর আপনি বলিয়া থাকেন যে, ইমাম ফাজ্‌রের ফারয নামায পড়িতে থাকাকালে যদি কেহ আসে তাহা হইলে সে ফাজ্‌রের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়িবে। এমত অবস্থায় সে ইমামের কুরআন পাঠ শুনিবেও না এবং তাঁহার কুরআন পাঠের সময় নীরবও থাকিবে না ; অথচ ইহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণীর বিরোধী। কেননা তিনি বলি-য়াছেন যখন ফারয নামাযের ইকামাত দেওয়া হয় তখন ফারয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া চলিবে না"—ইমাম বুখারী : জুয্‌উল্ কিরাআত, ৭—৮ পৃষ্ঠ।

বলা বাহুল্য পূর্বে আলোচিত (খ) নম্বর বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ রাঃ এর হাদীস (১) হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাহ ফাতিহা না পড়িলে নামায অসম্পূর্ণ অবস্থায় নষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহা নামাযের একটা রুকন। দ্বিতীয়তঃ আল্লা-তা'আলা 'নামায আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগাভাগি হইয়াছে' বলিয়া সূরাহ ফাতিহাকে আল্লাহ তা'আলা নামায নামে অভি-হিত করিয়াছেন। যেমন হাদীসে অন্যত্র আরা-ফাতে অবস্থানের অপরিহার্যতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে الحج عرفة : হাজ্জ হই-তেছে আরাফাতে অবস্থান। ইহার তাৎপর্য এই যে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করা হাজ্জের এমন একটি রুকন যাহা বাদ দিলে হাজ্জই হয় না। সেইরূপ সূরাহ ফাতিহা পাঠ নামাযের এমন একটি রুকন যাহা বাদ দিলে নামাযই হয় না। আল্লামা নাওয়াওী বলিয়াছেন,

قال العلماء المراد بالصلوة هنا الفاتحة سميت بذلك بانها لا تصح الا بها لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلوة .

"আলিমগণ বলেন, এখানে 'আস্‌সালাত' বলিয়া সূরাহ ফাতিহা বুঝানো হইয়াছে। উহাকে নামায নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, উহা ব্যতীত নামায সিদ্ধ হয় না। যেমন রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "হাজ্জই আরাফাহ।' অতএব, এই হাদীসে নির্দিষ্ট ভাবে সূরাহ ফাতিহা ফারয হইবার দলীল রহিয়াছে। সাহীহ মুসলিম শারহু নাওয়াওী : ১ | ১৭০।

আর পূর্বে উল্লেখিত (ক) নম্বরে বর্ণিত উবাদাহ রাঃ এর হাদীসে (২) বলা হইয়াছে যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামায হইবে না।" ঐ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণের কাহারও কোন আপত্তি নাই। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসা'ঈ, ইবনু মাজাহ,

(১) ১৬শ বর্ষের ৭৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

(২) ১৬ বর্ষের ৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দারিমী, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিসুন কিরাম উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু, ইমাম বাইহাকী মুহাম্মাদ ইব্নু ইসহাকের মাধ্যমে ছাড়াও উবাদাহ্ বর্ণিত হাদীসটি রিওায়াত করিয়াছেন। ঐ হাদীসের শেষভাবে خلف الامام (ইমামের পিছনে). امام او غير امام (ইমাম হউক অথবা মুকতাদী) প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত রাহয়াছে। এবং ইমাম বাইহাকী উহার সানাদকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছেন। আবার ইমাম দারাকুতনী উবাদাহ (রঃ) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন,

قال ام القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها بعوض .

সূরাহ ফাতিহা অপর সূরাহসমূহের 'ইওায বা বদলী হইতে পারে কিন্তু সূরাহ ফাতিহার 'ইওায বা বদলী কোন সূরাহ নাই।-দারাকুতনী : ১।১২২ পৃষ্ঠা। এই হাদীসটীকে ইমাম বায়হাকী "কিতাবুল কিরাআতে" স্বীয় উসতাদ হা'ফয আবু আবদুল্লাহের মাধ্যমে ইমাম দারাকুতনী বর্ণিত সানাদেই রিওায়াত করিয়া বলিয়াছেন,

قال ابو عبد الله رواته كلهم ثقة

আবূ আবদুল্লাহ বলেন, উহার রাওীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। বাইহাকী : ৯ পৃষ্ঠা। তাহা ছাড়া আবূ হুরাইরা রাঃ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন,

من قرء بام الكتاب فقد اجزأت عنه ومن زاد فهوا افضل .

যে ব্যক্তি নামাযে ফাতিহা পাঠ করে, উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হয়। আর যে ব্যক্তি (ফাতিহা সহ) অন্য সূরাহও পাঠ করে উহা উত্তম। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমামে নাওাওী বলেন,

فيه دليل لوجوب الفاتحة وانه لا يجزئ غيرها وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والاوليين من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء .

অত্র হাদীসে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হইবার দালীল রহিয়াছে ; এবং ইহারও দালীল রহিয়াছে যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়া যথেষ্ট নহে। আর ইহা দ্বারা সূরাহ ফাতিহার পরে অন্য সূরাহ পাঠ করা মুস্তাহাব্ব প্রতিপন্ন হয়। আর এই বিষয়ে ইজমা' হইয়াছে যে, সকাল (ফাজর), জুম্'আহ এবং প্রত্যেক নামাযের প্রথম দুই রাক্'আতে সূরাহ ফাতিহাহ্ পড়িতে হইবে। এবং উহা পড়া সকল বিদ্বানগণের নিকট সুন্নাত -সাহীহ মুসলিম নাওাওী সহ : ১।১৭১ পৃষ্ঠা।

হাফিয ইব্নু হাজার বলেন,

وفى هذا الحديث ان من لم يقرأ الفاتحة لم تصح الصلوة وهو شاهد لحديث عبادة المقدم وفيه استحباب سورة او الايات مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والاوليين من غيرهما .

"অত্র হাদীসে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তি নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামায সাহীহ হয় না। আর এই হাদীসটি পূর্বে উল্লেখিত উবাদাহ বর্ণিত হাদীসটির পোষকতা করে। আরো এই হাদীসে সূরাহ ফাতিহার সহিত অন্য সূরাহ অথবা কয়েকটি আয়াত পাঠ করা মুস্তাহাব্ব সাব্যস্ত হয়। আর ফাজর, জুম্'আহ ও অপর নামায সমূহের প্রথম দুই রাক্'আতে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হইতেছে অধিকাংশ আলিমের অভিমত। - ফাতহুল বারী : ৩, ৪২০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখিত আলোচনা হইতে

www.ahlehadeethbd.org

স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, কুর্‌আনের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারী মুহাদ্দিসূন কিরাম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীস সমূহের শব্দ যোজন, বাক্যবিন্যাস ও বর্ণনা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাঁহার বরাবরের আমলের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায সম্পাদনকারী সকলের জন্য নামাযে সূরাহ ফাতিহাহ্ পাঠ করা ফার্‌য। পক্ষান্তরে হানাফী বিদ্বানগণ কুরআনের নির্দেশকে অকেজো (ساقط) প্রতিপন্ন করিয়া যে হাদীস গুলিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন উহার কোনটাই মারফূ' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী বা উক্তি নহে। এ সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল হাই লাখ্‌নভী বলেন,

فظهر انه لايوجد معارض لاحاديث تجويز القراءة خلف الامام مرفوعا •

"অতএব (উক্ত আলোচনায়) ইহা স্পষ্ট যে, যেসমস্ত হাদীসে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার কথা বলা হইয়াছে, উহার মোকাবেলায় কোন "মারফু' হাদীস অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন বাণী পাওয়া যায় না"—আত্‌তা'লিবুল্ মুমাজ্জাদ আলাল মুআত্তা লিইমাম মোহাম্মদ : ১০১ পৃষ্ঠা, হাশিয়াহ ২০১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হানাফী বিদ্বানগণ তাহাদের স্বকপোলকল্পিত উসূলী বিধানের গুরুত্ব রক্ষা করিতে গিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণীকে কুর্‌আনের উপর অতিরিক্ত বাড়তি জ্ঞানে উহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

'নাফ্‌'উ কূতিল্ মুগ্‌তাযীতে বলা হইয়াছে,

وقال الحنفية ليس الفرض عندنا الا مطلق القرأة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرأن وتقييده بالفاتحة زيادة على النص وذا لا يجوز •

"হানাফীগণ বলেন আমাদের নিকট "কুর্‌আন হইতে যাহা সহজ হয়, উহা পাঠ কর" আয়াতের কারণে. মুত্‌লাক কিরাআত ফার্‌য্। আর 'মুত্‌লাক কিরাআত' কে সূরাহ ফাতিহা দ্বারা সীমিত করা কুর্‌আনের উপর অতিরিক্ত সংযোজন। আর ইহা জায়িয নহে।—তিরমিযী—৩৪ পৃষ্ঠা হাশিয়াহ। এই ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

وقيل اتفق اهل العلم وانتم انه لا يحتمل الامام فرضا من القوم ثم قلتم القراءة فريضة ويحتمل الامام هذا الفرض من القوم فيما جهر الامام ولم يجهر ولا يحتمل الامام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد فجعلتم الفرض اهون من التطوع •

(ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বলিয়া যিনি দাবী করেন) তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, বিদ্বানগণ এবং আপনারা (হানাফীগণ) সকলে একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, মুক্তাদীদের ফার্‌যের বোঝা ইমাম বহন করিতে পারে না। অথচ আপনারা কুর্‌আন পাঠ করা নামাযে ফার্‌য্ বলিয়া স্বীকার করা সত্বেও বলেন যে, ইমাম উচ্চ স্বরেই কুর্‌আন পাঠ করুন আর নিম্নস্বরেই পাঠ করুন সকল নামাযেই মুক্তাদীদের এই ফার্‌যের বোঝা ইমাম বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু সানা, তাস্‌বীহ, তাহমীদ প্রভৃতি সুন্নতগুলির কোন কিছুরই বোঝা ইমাম বহন করিতে পারে না। ফলে আপনারা অ-ফার্‌যের চেয়ে ফার্‌যকে অধিকতর তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া ফেলিলেন, জুয্' উল্ কিরাআত : ৫ পৃষ্ঠা।

Contents
www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক্ষণ হাদীসকে কুর্‌আনের উপর অতিরিক্ত সংযোজন বলিয়া যে সব মন্তব্য করা হইয়াছে সে সম্পর্কে আমরা বলিতে চাই যে, উক্ত হাদীসকে কুর্‌আনের উপর অতিরিক্ত সংযোজন বলা চলিবেনা। কারণ উহা কুরআনেরই বয়ান বা ব্যাখ্যা। এবং এই ব্যাখ্যা দানকারী হইতেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহার উপরে কুর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه •

"[হে রাসূল] আমরা আপনার উপরে আল্ কিতাব এইজন্য নাযিল করিয়াছি যে, তাহারা যে সব মস্‌আলা লইয়া মতভেদ করিতেছে আপনি তাহাদের জন্য উহা বিস্তারিত ভাবে 'বয়ান' করিয়া দিবেন।"—সূরাহ আন্-নহ্‌ল্ ১৬ : ৬৪।

[আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم •

"আর [হে রাসূল] আমরা আপনার প্রতি কুর্‌আন নাযিল করিয়াছি এই জন্য যে, লোকদিগের উদ্দেশ্যে যাহা নাযিল করা হইল তাহা আপনি লোকদিগকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিবেন।" | সূরাহ আন্-নাহ্‌ল্ ১৬ : ৪৪ সম্পাদক]

এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি হাদীস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ বলিয়া উহার মূল বচন সম্পূর্ণ উধৃত না করিয়া সম্পূর্ণ হাদীসটির তারজামাহ দেওয়া হইতেছে। হাদীসটি এই,

عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا اني اوتيت القران ومثله معه.....

[মূলপ্রবন্ধ লেখক হাদীসটি মিশকাত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন. আমরা উহা মূলগ্রন্থ সুনান আবূ দাউদ ও সুনান ইব্‌নু মাজাহ হইতে তারজামা দিলাম।—সম্পাদক]

(আবূ দাউদের বর্ণনা এই) ! আল্ মিক্‌দাম ইব্‌নু মা'দী কারাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "সাবধান! আমাকে কুর্‌আন দেওয়া হইয়াছে এবং উহার সহিত উহারই মত আরো কিছু (আমাকে দেওয়া হইয়াছে)। সাবধান! শীঘ্রই এমন ঘটিবে যে, কোন আসুদাহ বিত্তশালী লোক তাহার পালঙ্কে বসিয়া বলিবে, "তোমরা এই কুরআনকে ধরিয়া থাক। অতঃপর উহাতে যাহা হালাল পাও উহাকে হালাল বলিয়া মান্য কর, আর উহাতে যাহা হারাম পাও উহাকে হারাম বলিয়া মান্য কর।

"সাবধান, তোমাদের জন্য গৃহপালিত গর্দভ হালাল নহে এবং শ্বাদন্তওয়ালা কোন হিংস্র পশুও হালাল নহে এবং সন্ধি অঙ্গিকারে আবদ্ধ ব্যক্তির যে ধন হারাইয়া যায়, সেই ব্যক্তি উহার স্বত্ব ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ঐ পড়িয়া পাওয়া বস্তুও হালাল নহে।"—সুনান আবূ দাউদ : ২ | ২৮৪।

সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৩৭ পৃষ্ঠায় আল্ মিক্‌দামের হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বহু বস্তু হারাম ঘোষণা করিতে করিতে অবশেষে গৃহপালিত গর্দভ হারাম করেন।"

অতঃপর আমরা এই সম্পর্কে ইমাম ইব্‌নুল্ কাইয়িম আল্-জাওযীর আলোচনার সারমর্ম উধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের ইতি করিতেছি। তিনি বলেন,

"কুরআন ও হাদীস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখ যাইবে যে, বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিন প্রকার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১) কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে, হাদীসে হুবহু উহারই অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (দুই) হাদীসে কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। (তিন) হাদীসে এমন একটি আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহার 'অজুব' সম্পর্কে কুরআন নীরব, অথবা এমন একটি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যাহার হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনে কোন উল্লেখ নাই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন যে,—উক্ত তিন প্রকার সম্পর্কের কোনটিই অস্বাভাবিক বা যুক্তি বিরোধী নয়। আর কুরআনে যে সব আদেশ নাই এইরূপ যে সব আদেশ হাদীসে পাওয়া যায় তাহাকে কুরআনে অতিরিক্ত সংযোজনও বলা যায় না এবং উহা দ্বারা কুরআন রহিত হওয়াও প্রতিপন্ন হয় না। বরং উহাকে সম্পূর্ণ এমন একটি নূতন আদেশ বলিয়া গণ্য করা হইবে যাহার বিধানদাতা হইতেছেন আল্লাহের সেই বিশ্বস্ত আমীন রাসূল, যাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা এই উদ্দেশ্যেই রাসূল রূপে মনোনীত করেন এবং যাঁহার যবানে আল্লাহ তা'আলা শারী'আতের যাবতীয় বিধান নাযিল করেন। আল্লাহের রাসূলের আদেশের এই গুরুত্ব যদি মানিয়া লওয়া না হয় তাহা হইলে আমি মোটেই বুঝিতে পারি না যে, তবে মুবুওাতের অর্থ কি? আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুস্তাকিল্ল ও স্বতন্ত্র ভাবে অনুসরণের নির্দেশের তাৎপর্য্যই বা কি? বস্তুতঃ ইহা দ্বারা কুরআনের উপর 'তাকদীম' (অগ্রাধিকার) প্রতিপন্ন হয় না—বরং ইহাও প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আদেশের উপরই আমল করা বলিয়া গণ্য হইবে কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের তাবেদারী করার নির্দেশ দিয়াছেন। এই ধরণের বাতিল অপবাদ ও ভিত্তিহীন যুক্তি প্রকাশ করিয়া যদি হাদীসকে রদ করা হয়, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ বলিতে কি বুঝায়? হাদীস মান্য করিবার জন্য যদি কুরআনের শাব্দিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়, তবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণকে 'হারাম মাহায' (সম্পূর্ণ হারাম) বলা হইল না কেন? যদি তোমাদের (হানাফীদের) এই উসূলী বিধান স্বীকার করা হয় যে, 'হাদীস কুরআনের উপর অতিরিক্ত সংযোজন বিধায় উহা মান্য করা চলিবে না', তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাখসুস বা নির্দিষ্ট ভাবে অনুসরণের কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আমি পরিষ্কার ভাবে বলিতে চাই—যদিও উহা বলা অশোভন হয়—যে, ইহা অপেক্ষা বেশী অসৌজন্য ও অসম্মান কোন উম্মতই তাহাদের নাবীকে দেখায় নাই। আরও বলিতে চাই যে, তাহাদের (হানাফীদের) নিকট এই আয়াতের কি অর্থ হইবে?

من يطع الرسول فقد اطاع الله

"যে ব্যক্তি আল্লাহের রাসূলের নির্দেশ মান্য করে সে ব্যক্তি আল্লাহেরই নির্দেশ মান্য করে।"
—ই'লামুল মুওাক্কি'ঈন (উর্দু) ঃ ৮৮ পৃষ্ঠা।

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org

অধ্যাপক শাইখ আবদুররহীম ঃ

আবূ যাররূ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর অর্থনৈতিক মতবাদ

[বন্ধুবর আলী হায়দার লিখিত 'আবূ যাররূ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর' সংক্ষিপ্ত জীবনী তর্জুমানুল হাদীসের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁহারই বিশেষ অনুরোধে 'আবূ যাররূ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর অর্থ-নৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা লিখিয়া এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম—সম্পাদক।]

আবূ যাররূ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হুর অর্থ-নৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে দুইটী পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পুস্তিকারই লেখক হইতেছে নজানাব শামসুল আলম সি-এস্-পি। একটি পুস্তিকার নাম দেওয়া হইয়াছে, পুজি বিরোধিতায় হজরত আবূ জর, এবং অপরটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিপ্লবী সাহাবা আবুজর গিফারী। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা 'পুজি বিরোধিতায়' পুস্তকটিকে ১ বলিয়া এবং 'বিপ্লবী সাহাবা' পুস্তিকাটিকে ২ বলিয়া উল্লেখ করিব।

আবূ যাররূ গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হু সম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণ মূল আরবী গ্রন্থ-সমূহে রক্ষিত রহিয়াছে। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে ও লিখিতে হইলে আরবী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে সত্যের অপলাপ না হইয়া যায় না। কারণ, অনুবাদক সঠিক অনুবাদ নাও করিয়া থাকিতে পারেন। পুস্তিকাদ্বয়ের লেখক ২ ঃ ৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি 'পার্শি' জানেন না। তিনি আরবী জানেন কি না সে সম্বন্ধে পুস্তিকাদ্বয়ের কোথাও কোন আভাস পাওয়া যায় না। ১ ঃ ২৮ পৃষ্ঠায় 'টিকা' শীর্ষে কয়েকটি আরবী গ্রন্থের বরাত দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি আরবী ভালই জানেন। কিন্তু উহাতে পৃষ্ঠার কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, তাঁহার এই 'বরাত' কোন অনুবাদ হইতেও দেওয়া থাকিতে পারে। ১ ঃ ২৮ পৃষ্ঠায় 'রাহুল মায়ানি'; ২ ঃ ৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৬ ও ৫০ পৃষ্ঠায় 'আবি বিন কাব'; ২ ঃ ৬৬, ৬৭ পৃষ্ঠায় আবু মূসা আনসারী; ২ ঃ ৭ পৃষ্ঠায় 'মাসাবী' ও আবুল ফাররাহ' দেখিয়া মনে হয় যে, লেখক 'উবাই ইব্নু কা'ব' ও 'আবূ মূসা আশ'আরীর মত বিখ্যাত সাহাবীদের, 'মাসাবীহ নামক বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থের ও উহার সংকলক 'আল্-ফাররা' এর নামও সঠিক ভাবে জানেন না। ইহা সত্ত্বেও তিনি যে লাওয়ারিস ? ইসলাম সম্বন্ধে কলম ধরিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার বটে।

সে যাহাই হউক, ১ নং পুস্তিকাটির 'টিকায়' যে গ্রন্থগুলির বরাত দেওয়া হইয়াছে সেই সঙ্গে পৃষ্ঠার নম্বরও (অবশ্য আরবী মুদ্রনে) যদি দেওয়া হইত তাহা হইলে আমরা দেখিয়া লইতাম উহার কতখানি মূল গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে এবং কতখানি লেখক নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের তরফ হইতে সংযোজন করিয়াছেন। বরাতী গ্রন্থগুলি এত বৃহৎ যে, শুধু ঐ গ্রন্থের বরাত দিলে কাহারও পক্ষে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উল্লিখিত বিষয়টি বাহির করা মোটেই সহজসাধ্য নহে ; বরং অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। এই কারণে আমরা এই বরাতকে লেখকের একটা ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।

এখন উল্লিখিত পুস্তিকা দুইটী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করিব।

পুস্তিকা দুইখানি পড়িয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লেখক একটী পার্শি কিতাবকে ভিত্তি করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের স্বকপোলকল্পিত চিন্তাধারা ও ধারণা সংযোজিত করিয়া পুস্তিকা দুইটী রচনা করেন। ঐ পার্শি কিতাবটী বাদ দিলে তাঁহার সকল মন্তব্য, সকল সিদ্ধান্ত তাসের ঘরের মত ধুলিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই দেখিতে হইবে ঐ পার্শি কিতাবটীর মান ও মূল্য কি ? উহা কি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত ? উহা কি মূল কিতাব অথবা উহা কি কোন আরবী মূল কিতাবের অনুবাদ ? এই প্রশ্নগুলির যথা-যোগ্য সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উহাকে ভিত্তি করিয়া কোন কথাই বলা চলে না। অনুবাদ দৃষ্টে মনে হয় উহা আমাদের 'বিষাদ-সিন্ধু' জাতীয় একটী কিতাব হইবে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলিব, ২ : ৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, আবুজর বলেন, "মদিনার লোক উপবাসে আছে একদিকে হাহাকার আর অন্যদিকে আপনি খারাজের পর খারাজ বাড়িয়ে যাচ্ছেন।"

আমরা বলিব, এই উক্তিটী ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ হযরত উসমানের খিলাফাতকালে মদীনাবাসীদিগকে খারাজ দিতে হইত না। বিনা সেচে উৎপন্ন ফসল ও ফলের জন্য দিতে হইত 'উশুর ব. উৎপন্ন ফসল ও ফলের দশ ভাগের এক ভাগ আর সেচযোগে উৎপন্ন ফসল ও ফলের জন্য দিতে হইত উৎপন্ন ফসল ও ফলের বিশ ভাগের এক ভাগ। কাজেই 'খারাজের পর খারাজ বাড়াইয়া চলার' উক্তিটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়তঃ পুস্তিকা দুইটীতে ফলাও করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, (ক) আবূ যাররূ গিফারী কয়েক দিনের খাদ্য সঞ্চিত রাখার বিরোধী ছিলেন এবং (খ) তিনি নিসাব পরিমাণ (সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদি অথবা উহার সমমূল্য পরিমাণ) মালের বেশী মাল রাখা তো দূরের কথা, নিসাব পরিমাণ মাল রাখারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই পুস্তিকা গুলিতে আরো বলা হইয়াছে যে, [গ] আবূ যাররূ মনে করিতেন কোন মুসলিমই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই সঞ্চিত রাখিতে পারে না। বলা হইয়াছে, আবূ যাররূ বলেন, "কি পরিমান সম্পদ অভাবিদেরকে দিতে হবে সে সম্বন্ধে আল্লা বলেছেন, তোমদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছুই।" এই প্রসংগে আরো বলা হইয়াছে, আবূ যাররূ বলেন যে, তিনি কুরআনের অপব্যাখ্যা করেন না, বরং খালীফার সমর্থকগণই কুরআনের অপব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথমে [গ] সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে [ক] ও [খ] সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আবূ যাররূ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর উক্তিতে 'কুরআনের অপব্যাখ্যা করা হয় বলিয়া যে অভিযোগের উল্লেখ করা হয় কুরআনের সেই অংশটিই বা কি এবং উহার অপব্যাখ্যাই বা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কি ভাবে করা হইয়াছে সে সম্পর্কে লেখক কিছুই বলিতে পারেন নাই। যাহা হইক, ঐ উক্তিটিকে যদি সত্য ধরা হয় তবে আংশটি নিম্নে বর্ণিত আয়াত দুইটি হইলেও হইতে পারে।

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ۰ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ۰

"আর যাহারা সোনা চাঁদি জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহের পথে খরচ করে না তাহাদিগকে—[হে রাসূল,] ঐ দিনের মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও যেই দিনে ঐ সোনা ও চাঁদিকে জাহান্নামের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগা হইবে, এবং বলা হইবে, "ইহা উহাই যাহা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে। অতএব তোমরা যাহা জমা করিয়া রাখিতে তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর।"

এই আয়াতে দুইটি বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা যায়। একটি হইতেছে 'যাহারা' শব্দের প্রয়োগ লইয়া এবং অপরটী হইতেছে 'কান্য্' বা 'গচ্ছিত ধনের' ব্যাখ্যা লইয়া।

'যাহারা' সম্পর্কে এক দল বলেন যে, ইহা দ্বারা 'আহ্লুল কিতাবকে' বুঝানো হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই আয়াত অংশের অব্যবহিত পূর্বে 'আহলুল কিতাব আলিমদের অন্যায়ভাবে অপরের মাল আত্মসাৎ করিয়া ধনসঞ্চয়ের উল্লেখ থাকায় এখানে 'যাহারা' বলিয়া স্বভাবতঃ তাহাদিগকেই বুঝাইবে। পক্ষান্তরে, অপর দল বলেন যে, এখানে 'যাহারা' বলিয়া আহ্লুল্-কিতাবকে বুঝানোর সঙ্গে সঙ্গে মুমিনদিগকেও বুঝানো হইয়াছে। হযরত মু'আাওিয়াহ প্রথম মত পোষণ করিতেন। পক্ষান্তরে, হযরত আবূ যার্র্ গিফারী দ্বিতীয় মতটী পোষণ করিতেন। ইহা লইয়াই তাঁহাদের বাক-বিতণ্ডা হইয়াছিল এবং ইহারই কারণে আবূ যার্র্ গিফারীকে সিরিয়া ছাড়িয়া মাদীনাহ আসিতে হইয়াছিল। সাহীহ বুখারীর ঃ ১৮৯ ও ৬৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, যাইদ ইব্নু ওাহাব বলেন, আমি যখন রাবাযাহ দিয়া যাইতেছিলাম তখন ঘটনাক্রমে আবূ যার্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি বলি, "কোন্ কারণে আপনাকে এই স্থানে বসবাস করিতে আসিতে হইয়াছে?" তাহাতে তিনি বলেন, "আমি ইতিপূর্বে সিরিয়াতে ছিলাম। অনন্তর, সেখানে থাকাকালে, 'যাহারা সোনা ও চাঁদি জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহের পথে খরচ করে না' এই আয়াত সম্পর্কে আমার মধ্যে ও মু'আাওিয়ার মধ্যে মতভেদ হয়। মু'আাওিয়াহ বলেন যে, আয়াতটী আহ্লুল্ কিতাব সম্পর্কে নাযিল হয়, কিন্তু আমি বলি যে, উহা আমাদের এবং তাহাদের সম্পর্কে নাযিল হয়। এই ব্যাপারে আমার ও তাঁহার মধ্যে বেশ কিছু (বাক-বিতণ্ডা) হয়। তখন তিনি আমার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া উস্মানকে পত্র লেখেন। তাহাতে উস্মান আমাকে লেখেন যে, মাদীনাহ চলিয়া আইস। ফলে, আমি মাদীনাহ আসি। তখন এত বেশী লোক আমার নিকট আসিতে থাকে যে, তাহারা যেন আমাকে পূর্বে দেখেই নাই। তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি উস্‌মানের নিকট এই সম্পর্কে আলোচনা করি। তাহাতে তিনি বলেন, "আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আপনি লোকজন হইতে সরিয়া থাকিতে পারেন।" ইহাই আমাকে এখানে আনিয়াছে। আর কোন হাব্‌শীকেও যদি আমার উপরে আমীর নিযুক্ত করা হইত তাহা হইলে আমি তাহার কথা শুনিতাম ও তাহার আদেশ পালন করিতাম।

এই হাদীসে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি আমীর মু'আাওিয়াহ ও খালীফা উস্‌মানের একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন। তাঁহার কথা হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা দুই জনই কুরাইশ বংশীয়। কাজেই তাহাদের আদেশ অমান্য করা তো দূরের কথা, কোন হাবশীও যদি আমীর হইত তাহা হইলেও তাঁহার আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করিতেন না। কাজেই তিনি বিপ্লবীও ছিলেন না বিদ্রোহীও ছিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ, লোকে তাঁহার নিকট ভিড় জমাইতে থাকিলে তিনি তাহাতে অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ করেন এবং কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্য হযরত উস্‌মানের সহিত আলোচনা করিতে দৌড়াইয়া যান।

পুস্তিকাদ্বয়ের লেখক আবু যারর্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মুখ দিয়া যে সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি বলাইয়াছেন এবং তাঁহার যে আচরণ দেখাইয়াছেন তাহা কোনক্রমেই আবু যার্‌রের ন্যায় সাহাবীর পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এইরূপ কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, 'কান্‌য্‌' বা 'গচ্ছিত ধন' এর ব্যাখ্যা লইয়া আমীর মু'আাওিয়ার সঙ্গে অথবা খালীফাহ উস্‌মানের সঙ্গে তাঁহার কোন বচসার বা বাদানুবাদের উল্লেখ প্রামাণ্য হাদীস-গ্রন্থের কোথাও পাওয়া যায় না। যদি ঐরূপ কোন কথা হইয়া থাকিত তাহা হইলে তাহার উল্লেখও এই হাদীসে নিশ্চয় থাকিত।

এখন 'কান্‌য্‌' এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

(ক) 'কান্‌য্‌' সম্পর্কিত এই আয়াতটী যাকাতের আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে নাযিল হইয়াছিল।

ইব্‌নু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, "যে ব্যক্তি সোনা ও চাঁদি জমা করিয়া রাখে অথচ উহার যাকাত দেয় না তাহার জন্য ঘোর বিপদ। ইহা নিশ্চিত যে, যাকাতের আদেশ নাযিল হইবার পূর্বে এই হুকুম ছিল। অতঃপর যাকাতের হুকুম যখন নাযিল হয় তখন আল্লাহ যাকাতকে মালের পবিত্রকারী করিয়া দেন।"— সাহীহ বুখারী ঃ ১৮৮ ও ৬৭২।

(খ) ইমাম মালিকের মুওাত্‌ত্বা গ্রন্থে 'কান্‌য্‌' অধ্যায়ে (১।১৯৫ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে, ইব্‌নু 'উমারকে জিজ্ঞাসা করা হয় "কান্‌য্‌ কি?" তাহাতে তিনি বলেন, **"যে মালের যাকাত দেওয়া হয় না তাহা কান্‌য্‌।"**

(গ) আবু দাউদ ঃ ১।২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল্ মু'মিনীন উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, আমি সোনার তৈয়ারী পায়ের মলজাতীয় অলংকার পরিতাম। অনন্তর আমি বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল, ইহা কি কান্‌য্‌? তিনি বলিয়াছেন, "যাহা কিছু যাকাতের **নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে অথচ উহার যাকাত দেওয়া হয় না তাহাই কান্‌য্‌।"**

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ঘ) আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "আল্লাহ যাহাকে ধনসম্পদ দান করিয়াছেন, অথচ সে উহার যাকাত আদায় করেনা কিয়ামাতের দিন ঐ ধনসম্পদকে তাহার জন্য একটি পতিত-কেশ বিষধর সর্পে পরিণত করা হইবে। উহার চক্ষুদ্বয়ের উপরে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু থাকিবে। কিয়ামতের দিন উহা ঐ ব্যক্তির গলায় পেঁচান হইবে এবং উহা ঐ ব্যক্তির উভয় অধর-প্রান্ত কামড়াইয়া ধরিবে এবং বলিবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার কান্‌য্।"—সাহীহ বুখারী : ১৮৮, মুওাত্তা (সংক্ষেপে) : ১৯৫।

(ঙ) আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "উষ্ট্রের উপরে যাহা (অর্থাৎ যে যাকাত) দেয় আছে উহার মালিক যদি তাহা আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন ঐ উষ্ট্র (তাহার জীবদ্দশার) সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় তাহার মালিকের নিকট উপস্থিত হইবে এবং নিজ খুর দিয়া তাহাকে দলিত মথিত করিতে থাকিবে। ছাগল-ভেড়ার বেলাও শারী'আতের প্রাপ্য দেওয়া না হইলে ছাগল-ভেড়াও (তাহার জীবদ্দশার) সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় তাহার মালিকের নিকট উপস্থিত হইবে এবং খুর দিয়া তাহাকে দলিতে ও শিং দিয়া তাহাকে গুতাইতে থাকিবে।"—সাহীহ বুখারী : ১৮৮।

এই হাদীসগুলি হইতে জানা যায় যে, যেসব ধনম্পদের উপর যাকাত ফার্‌য্ হয় সেই সব ধনসম্পদের যাকাত না দিলে উহা হইবে কান্‌য্; আর যে নম্পদের উপরে যাকাত ফারয হয় না অথবা ফার্‌য্ হইলেও ঐ যাকাত দেওয়া হয় সেই সম্পদ 'কান্‌য্' নহে।

'কান্‌য্' সম্পর্কে দ্বিতীয় মত এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা কিছু আটকাইয়া রাখা হয় এবং দান করা হয় না তাহাই 'কান্‌য্'। এই মতের অনুসারীগণ প্রমাণ স্বরূপ ইমাম তাবারী বর্ণিত একটী হাদীস পেশ করেন। হাদীসটী এই,—আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, আহ্‌লুস্ সুফ্‌ফাহ হইতে এক জন লোক মারা গেলে তাহার লুঙ্গির কোমরে গুঁজিয়া রাখা একটি দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। তাহাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আগুনে পোড়া একবার দাগা।" তারপর আর এক জন মারা গেলে তাহার লুঙ্গির কোমরে গুঁজিয়া রাখা দুইটী দীনার পাওয়া যায় তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আগুনে-পোড়া দুইবার দাগা।"

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোণা ও চাঁদি সঞ্চিত করিয়া রাখিলে আখিরাতে উহার জন্য যখন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তখন উহাকে 'কান্‌য্' এর অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করিতে হইবে।

পরস্পরবিরোধী এই মত দুইটীর সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, হিজরাতের পরে প্রথম দিকে যে পর্যন্ত যাকাত ফার্‌য্ হয় নাই সেই সময় মুসলিমগণ অত্যন্ত অভাব অনটনে কাল কাটাইতেন। সেই সময় কান্‌য্ সম্বলিত আয়াতটী নাযিল হয়। তাহাতে এই আদেশ করা হয় যে, কেহ নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু আটকাইয়া জমা করিয়া রাখিতে পারিবে না; বরং প্রত্যেকে নিজ প্রয়োজনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অভাবগ্রস্তকে অবশ্যই দিবে। তারপর হিজরী দ্বিতীয় সনে যখন যাকাত ফার্‌য্‌ হয় তখন যাকাত হইতে অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া পূর্ব আদেশের অপরিহার্যতা রহিত হয় এবং যাকাত প্রদান করিয়া বাকী ধন-সম্পদ ভোগ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু দান করার আদেশ দুই বৎসরের কম সময় ধরিয়া চালু ছিল। যাকাতের আদেশ নাযিল হইবার পরে ঐ আদেশটী রহিত হওয়া যুক্তির দিয়াও সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল। ইসলামের পাঁচটি রুক্‌নের মধ্যে যাকাত হইতেছে একটি। যাকাত প্রবর্তনের পরে যদি 'আতিরিক্ত সব কিছু' অভাবগ্রস্তকে দিবার বিধান অব্যাহত রাখা হয় তাহা হইলে যাকাতের বিধানটি অচল ও অকেজো হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু দিয়া ফেলিলে কেহই —এক বৎসর ধরিয়া তো দূরের কথা—কোন দিনই যাকাতের নিসাবের মালিকই হইতে পারিবে না। ফলে যাকাত নামক রুক্‌নটি শুধু নামেই থাকিয়া যাইবে এবং কার্য্যতঃ উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। কাজেই কান্‌য্‌ এর প্রবর্তন কালে উহার অর্থ 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু' ধরা হইলেও যাকাত প্রবর্তনের পরে ঐ অর্থ রহিত বলিয়া ধরিতেই হইবে। (ক) হাদীসে বর্ণিত ইব্‌নু উমারের উক্তি ইহাই নির্দেশ করে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের ফার্‌য্‌ হওয়ার বিধান এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত বস্তু অভাবগ্রস্তকে দানের ফার্‌য হওয়ার বিধান —এই দুই বিধান যুগপৎ চালু থাকিতে পারে না। বরং যাকাতকে ফার্‌য্‌রূপে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু দানের বিধানকে **কল্পিত চরম** লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় আবূ যার্‌র্‌ গিফারী তো দূরের কথা—যাহার কিছু জ্ঞানবুদ্ধি আছে সেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাবতীয় বস্তু অভাবগ্রস্তকে দান করার **ফারযীয়াত বা অবশ্য পালনযোগ্য হওয়া** কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারে না। আর আবূ যার্‌রের জীবন যাপনও ইহাই প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু অভাবগ্রস্তকে দান করেন নাই। বরং তিনি নিশ্চিতভাবে যাকাতের অধিকারী ছিলেন।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

—বিশেশ্বর চৌধুরী

রবীন্দ্র নাথ

বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাভূত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লপ্ত হয়ে এবং সে চক্রান্তকে সফল করে ব্রহ্মণ্যবাদী বহু বাঙালী ও অবাঙালী হিন্দু এবং বহু মুসলমান পরিবার বিরাট বিরাট জায়গীর, জমিদারী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকারী হয়েছিল। পলাশীর বিপর্য্যয়ের পূর্ববর্তী বছর কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের কুঠিয়ালদের দৌরাত্ম্য, উৎপাত ও অত্যাচার দমনের জন্য ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজকে কোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালাতে হয়েছিল। সিরাজ বাহিনী ফোর্ট উইলিয়াম দখলও করেছিল। বর্তমান ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে সিরাজ বাহিনী কোলকাতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ইংরেজের পক্ষ হয়ে রাস্তার দুধারের বড় বড় গাছ কেটে বিছিয়ে দিয়ে পথরোধ সৃষ্টি করে সৈন্যদলের অগ্রগতিকে বিঘ্ন সঙ্কুল ও শ্লথ করা হয়েছিল। কোলকাতার কয়েকটি বাঙালী হিন্দু পরিবার এ কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজের সুদিনে ঐ সব পরিবারকে নবাববদ্রোহিতা তথা দেশদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ জায়গীর, জমিদারী ও নানারূপ বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কোলকাতার জোড়া সাঁকোর যে বিখ্যাত ঠাকুর বংশে রবীন্দ্র নাথ জন্ম গ্রহণ করেন সেই ঠাকুর বংশ উল্লিখিত পরিবারগুলির অন্যতম কি না তা' বিচারের ভার ঐতিহাসিকদের উপর।

আমরা শুধু এটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, মুসলিম বিদ্বেষ-প্রসূত দেশদ্রোহিতা তত্তোধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ-খিমুখত, সহজ কথায় 'প্রভুবদলের' সর্বে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে পুরস্কার প্রাপ্ত ব্রহ্মণ্যবাদী বাঙালী অবাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যারা বনেদী জমিদার ও ধনী পরিবার রূপে খ্যাত হন তাঁরা প্রায় সকলেই মুসলিম বিদ্বেষ, প্রজাপীড়ন, অত্যাচার ও শোষনের কীর্তি অর্জন করলেও ধর্মপ্রচার, সমাজসেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারের দান উল্লেখযোগ্য। পানাহার ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অভিশাপ স্বরূপ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে উল্লেখিত বহু জমিদার ও ধনী পরিবারের সন্তান সন্ততি বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন —এমন কি অনেক পরিবার নির্বংশ হলেও ঠাকুর পরিবার সে পাপচক্রের আওতামুক্ত এবং ঐ ঠাকুর পরিবারের সন্তান হিসাবে রবীন্দ্র নাথ অনন্য। বাঙলার প্রথম শ্রেণীর জমিদার পরিবার সমূহের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটা বিরাট ব্যতিক্রম।

কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্পিক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, রাজনীতিক, দার্শনিক লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবদান উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র প্রতিভার সকল দিকের সবস্তার আলোচনা ও সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিরাট গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাঁর জীবন বেদের উৎসমুখ ও প্রাণ-বায়ুর উপরই একটা সুতীব্র সন্ধানী আলো প্রক্ষেপনে সচেষ্ট হবো।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে সমধিক খ্যাত। তাই তাঁর কাব্য প্রতিভাই প্রথম আলোচনাযোগ্য। নোবেল পুরস্কার লাভ তাঁর কাব্য-প্রতিভার কষ্টি-পাথর রূপে গণ্য করলে বলতে হয় 'গীতাঞ্জলীতে' সংকলিত কবিতাগুচ্ছ অপেক্ষা বহু মূল্যবান কবিতা রবীন্দ্র রচনায় রয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নোবেল পুরস্কারের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বতঃই অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়ে। ততোধিক বিচারক মণ্ডলীর কাব্যরস জ্ঞান সম্পর্ক একটা গভীর দ্বিধা ও সঙ্কোচ প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। সথে সথে এটাও অনস্বীকার্য হ'য়ে উঠতে চায় যে, অন্ততঃপক্ষে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর মাপকাঠি সাহিত্যরস ছাড়া অপর কোন রসও কিছুটা বলিষ্ঠ সজীবতায় সক্রিয় থাকে।

বই লিখে সমাজ গঠন চলে কি, চলে না এটা বিতর্ক সাপেক্ষ বলে অনেকে মনে করেন 'বই লিখে সমাজ গঠন চলেনা'-এ মতবাদে বিশ্বাসীর সংখ্যা অন্ততঃ আমাদের দেশ ও সমাজের মধ্যেই বেশী। তাঁরা কিন্তু সুবিধা-সুযোগ মত ভুলতে চেষ্টা করেন যে রুশো, ভলেটেয়ার, ভিক্টর হুগো, মসি না চালালে ফরাসী বিপ্লবে অসির ঝনৎকারে যেমন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কবর রচনার মাধ্যমে সাধারণতন্ত্রের আবাহনীতে বিশ্বজন-গণ-মনকে অনুরণিত করতনা, তেমনি টলষ্টয়, গোর্কী, শেখভের লেখনী বিপ্লবমুখী না হ'লে জার শাসিত রাশিয়ায় অক্টোবরের গণ বিপ্লবের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হ'ত কি? আসলে বিরোধ, বিশৃংখলা বিপ্লবকে যারা ভয় করেন, তাঁরাই 'বই লিখে সমাজ গঠন সম্ভব নয়'—এ মতবাদে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। আমাদের এ উক্তি ও যুক্তির সমর্থনে এটাও প্রাসঙ্গিক মনে করি যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবি-

তার উপর মতামত সংগ্রহের ফলাফলে নাকি জানা গেছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা অপেক্ষা 'সোনারতরী' 'উর্বশী, কবিতার সমর্থক ও গুণগ্রাহীর সংখ্যাই বেশী।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যার অধিকাংশই ছড়া ও পদ্যে ছোট গল্পলেখা,—তা প্রায়ই বৈষ্ণব পদাবলী ও সুফীবাদী কবিদের একটা আধুনিক অনুকরণ। রবীন্দ্র কবিতার বহু সমালোচক বলেন, অধিকাংশ কবিতা অত্যধিক যৌন আবেদনমূলক। আমরা তাদের সাথে বহুলাংশে একমত হ'লেও এতে বিস্মিত যেমন হইনা, তেমন আপত্তি উত্থাপনেও আগ্রহী নই। ব্রহ্মণ্যবাদ একান্তভাবে যৌন-সর্বস্ব। তাই দেখা যায়, তাদের দেবাধিদের 'মহাদেবের মন্দিরে' একমাত্র উপাস্য দেবরূপে স্থান পেয়েছে যোনি পথ সহ শিবলিঙ্গ। আর সে সব মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে 'ঠরিকেটি রূপে চিত্রিত হয়েছে নর নারীর যৌন ক্রিয়ার যাবতীয় কলাকৌশল বিগ্রহের পূজা-অর্চনা সংসার জীবনে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হ'বে তার চিত্র পরিচিতি দেওয়া হয়েছে মন্দিরের বহিরাবরণে। মন্দিরে প্রবেশের পূর্বেই ভক্ত নর-নারীর দল তাদের মনের মণিকোঠায় এসব 'রতিক্রিয়া'—কৌশল এঁকে রাখার সুবিধার জন্য। এসব মন্দির যারা দেখেছেন বা এসব কাহিনী শুনেছেন, তাদের কাছে রবীন্দ্র কবিতায় যৌন আবেদনের ছড়াছড়িতে বিস্ময় সৃষ্টি হ'তে পারে না এদের ধর্ম সাধনা ইত্যাদি যাবতীয় কিছুই যে যৌন-সর্বস্ব। কাজেই রবীন্দ্র কবিতায় 'যৌন আবেদন না থাকলে' সেটাই হতো ব্যতিক্রম বিস্ময়ের প্রকৃত কারণ। সে সব সম্পর্কে তাঁর ভক্ত পূজারীদের আলোচনা ও সমালোচনা শুনে ও পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসুলভ মৃদু-হাস্যে নাকি বলতেন,—"আমিতো ওটা ভেবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লিখিনি···এ ভেবেই লিখেছি তবে তোমরা পুণী লোক তাই হয়তো জহুরী গুণগ্রাহী হিসেবে আমার কবিতার রূপ সাগরে ডুব দিয়ে সন্ধান পাও অরূপ রতনের।·····"

আলোচনার এ বি চিত্র রূপ ও ধারার বুকে রবীন্দ্রভক্ত ও পূজারীদের লাফালাফি দাপাদাপির বহর দেখে রবীন্দ্র সমসাময়িক অপর একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী সাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাকি বলতে— "তাহলে একটা কাজ করাই সবচেয়ে ভাল। রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখতে হবেনা—লিখবেন শুধু একটা শিরোনাম, মাঝখানে সব থাকবে ফাঁকা, নীচে লেখা থাকবে শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্যস। এ কবিতায় কি আছে না আছে, সেটা পাঠক জানবে—রবীন্দ্র কবিতা সমালোকদের মানমপ্রসূত অবিস্তার আলোচনা লড়ে।"

রবীন্দ্র নাথের স্বপ্নলোকের—"নহ মাতা, নহ কন্যা'—উবর্শী, মেনকা তিলোত্তমার কল্পরাজ্য ছেড়ে এবার·····মর্ত লোকের আনন্দময়ী, ললিতা সুচরিতা, অমিত প্রমুখের বৈঠকখানা বা ড্রইংরুমে আসা যাক। রবীন্দ্র নাথের উপন্যাসের আলোচনার গোড়ার দিকে 'গোরা'কে নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কারণ 'গোরা' বইটি প্রকাশের পর কোন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি নাকি প্রশ্ন তুলতেন 'গোরা' পড়েছে কিনা এবং আলাপ আলোচনা অধিকাংশ সময় কাটতো 'গোরার' প্রসঙ্গ নিয়ে। কেউ যদি বলতেন যে 'গোরা' পড়েন নি, রবীন্দ্র-নাথ রীতিমত বিস্মিত ও ব্যথিত হতেন। অতি-অবশ্য পাঠের জন্য অনুরোধ জানাতেন। আরও জানা যায়, অনেককে নাকি তিনি পকেট থেকে টাকা দিয়ে দিতেন 'গোরা' বইটি কিনে পাঠের জন্য। এতো গেল গোয়ালার নিজের দই এর প্রশংসা পর্ব। এছাড়া জানা যায়, জর্জ বার্নাড শ' নাকি নিজের বই বাজারে চালু করার উদ্দেশ্যে নিজেই নানারূপ কৌশলী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসটির গুরুত্ব দিই অন্য কারণে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে খ্যাত পরলোকগত শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ও লিখেছেন যে, 'গোরা' পাঠের পরই তাঁর উপন্যাস লেখার ও সাহিত্যিক হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল শরৎ বাবুর এ স্বীকারোক্তির পর 'গোরার' স্থূল মূল্যায়নের সবিস্তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে গোরা চরিত্র সৃষ্টির পটভূমি, নায়ক-নায়িকা নির্বাচন, তাদের চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে জন-সমক্ষে যা উপস্থাপিত করা হয়েছে তার দার্শনিক দিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী বণিক ইংরেজ শাসক গোষ্ঠির শাসন, শোষণ ও অত্যাচার অবিচার থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসীর প্রথম গণ-অভ্যুত্থান তথা সিপাহী বিপ্লবের পটভূমিতেই উপন্যাসটি রচিত। রবীন্দ্র মানস কেন এ পটভূমি বেছে নিয়েছিল তা একমাত্র তিনি এবং তাঁর অন্তর দেবতাই জানেন। এ ছাড়া এটাও অতীব সত্য যে, কবি বা সাহিত্যিক যে মন ও মানসিকতা নিয়ে যা বলতে চান বা সৃষ্টি প্রয়াসী হন গণ-মানসে ত ছাড়াও নানারূপ ও আয়ব প্রকট হয়ে উঠে। এর প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ। রামায়ণের সমালোচনায় বাল্মিকীরূপ প্রতিভার চন্দ্রে কলঙ্কের ছাপের সন্ধান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাখা পল্লব ছেড়ে এবার 'গোরার' গোড়ায় নামা যাক। 'গোরার' নায়ক গৌরি মোহনের জন্ম রবীন্দ্রের ভাষায় সিপাহীদের ম্যুটিনি কালে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময়। গোরার পালক পিতা কৃষ্ণদয়ালের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন— "তখন ম্যুনটিনি, আমরা এটোয়াতে। তোমার মাসিপাহীদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ আগের দিনেই লড়ায়ে মারা গিয়েছিলেন। তার নাম ছিল……।

গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, দরকার নেই তার নাম। আমি নাম জানতে চাইনে।

কৃষ্ণদয়াল এই উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, "তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছো।" পৃষ্ঠা ৫৮৪।

এই কৃষ্ণদয়ালের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন প্রসঙ্গত তার উল্লেখ অপরিহার্য "কৃষ্ণদয়াল বাবু শ্যামবর্ণ দোহরা গোছের মানুষ, মাথায় বেশি লম্বা নহেন। মুখের মধ্যে বড়ো বড়ো দুইটি চোখ সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। বাকি প্রায় সমস্তই কাঁচা-পাকা গোঁফে দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া আছেন, হাতের কাছে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সামনের দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে, বাকি বড়ো বড়ো চুলগ্রন্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া করিয়া বাঁধা।

"একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পল্টনের গোরাদের সঙ্গে মিলিয়া মদ মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পুজারী, পুরোহিত, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এখন মানেন না এমন জিনিষ নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পদ্ধতি শিখিতে বসিয়া যান।……তান্ত্রিক সাধনা অভ্যাস করিবেন বলিয়া কৃষ্ণদয়াল কিছুদিন উপদেশ লইতেছিলেন, এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান পাইয়া সম্প্রতি তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

"ইঁহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইঁহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া, রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাহার শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশীবাসী সার্বভৌম মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন।

"পশ্চিমে কৃষ্ণদয়াল চাকরীর জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন।……ইতিমধ্যে যখন সিপাহীদের ম্যুটিনি বাধিল সেই সময় কৌশলে দুই একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যুটিনির কিছুকাল পরেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া কিছুদিন কাশীতে কাটাইলেন। গোরার বয়স যখন বছর পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণদয়াল কলিকাতায় আসিয়া……।

"গোরা শিশুকাল হইতেই পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত। মাষ্টার পণ্ডিতদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ এবং আমোদ ছিল। একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে 'স্বাধিনতাহীনতায় কে বাঁচিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চায়হে" এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আওড়াইয়া ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্ক সভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন কৃষ্ণদয়াল বাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল।

"বাহিরের লোকের কাছে গোরার প্রতিপত্তি দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল: কিন্তু ঘরে কাহারও কাছে সে বড়ো আমল পাইল না। মহিম তখন চাকরী করে সে গোরাকে কখনো বা 'প্রেটিয়ট জঠা' কখনো বা হরিশ মুখার্জি দি সেকেণ্ড' বলিয়া নানা প্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখন দাদার সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত। আনন্দময়ী গোরার ইংরেজ বিদ্বেষে মনে মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ অনুভব করিতেন; তাহাকে নানা প্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ফলই হইত না। গোরা রাস্তায় ঘাটে যে কোন সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।" (পৃষ্ঠা ৩১—৩৭)

গোরার জন্ম কাহিনী ও তাকে লালন-পালনের যে চিত্র রবীন্দ্র নাথের দক্ষ তুলির স্পর্শে রূপ ও রঙ ধরেছে তা বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গভীর ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিজাতি বিধর্মী হলেও জন্মক্ষণে পিতৃমাতৃহীন শিশুকে সন্তানবৎ লালন-পালন মানবতার দিক থেকে যে অতি উঁচু স্তরের' এ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। বন্ধ্যা নারী আনন্দময়ীর মাতৃত্বের অতৃপ্ত বুভুক্ষা গোরাকে অবলম্বন করেই পূর্ণ ও ধন্য হতে চেয়েছিল তা তার শুধু কথায় নয়, প্রতিটি কাজের মধ্যেই সুস্পষ্ট।

কিন্তু ভাগ্যান্বেষী কিঙ্কররাজ কৃষ্ণদয়াল অপুত্রক ছিলেন না। পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভের জন্য তিনি কি কায়দায় ফায়দা লুটেছেন তা আমরা রবীন্দ্র বর্ণনায় জেনেছি। গোরাকে পুঁজি করে কৃষ্ণদয়াল আরও জায়গীর জমিদারী পেয়েছিল কি-না অথবা পাওয়ার ইচ্ছা পোষন করতেন কি-না তা রবীন্দ্র বর্ণনায় নেই। রবীন্দ্রের ভাষায় —....মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন।.....সিপাহিদের ম্যুটিনি বাধিল সেই সময় কৌশলে দু'একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গীর লাভ করেন।" এতে প্রমানিত হয়, কৃষ্ণদয়াল যে যশ ও জায়গীর পেয়ে গেছেন— 'গোরা'কে পাদ্রীদের হাতে তুলে দিয়ে আর একদফা পুরস্কার লাভের ইচ্ছা কৃষ্ণদয়ালের থাকলেও আনন্দময়ীর বিরোধিতায় তা' সম্ভব হয়নি। এছাড়া কৃষ্ণদয়াল পূর্বে অনুরূপ কাজের দরুণ স্বরূপ যে অর্থ বিত্ত পেয়েছিলেন তা হয়ত এত পর্যাপ্ত ছিল যে, তার আরও চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের নায়ক সৃষ্টির জন্য এরূপ কাল্পনিক নাটকীয় ঘটনার অবতারণা করলেন কেন? সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা ও ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করে দেশদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ জমিদারী-জায়গীর লাভের বহু বাস্তব ঘটনা রবীন্দ্র নাথের জানা ছিল। এ অবস্থায়ও তিনি কল্পনার রথকে এপথে পরিচালনা করলেন কেন? বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় কেতন উড়িয়েছিলেন তাদের প্রকৃত ইতিহাস অবলম্বনে নাটক উপন্যাস লেখায় রবীন্দ্র বিবেককে কি কশাঘাতে জর্জরিত ও সঙ্কুচিত করে তুলেছিল অথবা নির্লজ্জ-

www.ahlehadeethbd.org

তার মাথা খেয়ে তিনি সারা বিশ্বে একথাই লিখিত ভাবে প্রচার করেছেন যে, বাঙালী শুধু ব্যারাকপুরে বিপ্লব পরিকল্পনা বেফাস করেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি রাজার জাত ইংরেজের তুষ্টির জন্য তারা আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার গোরা রচনা এরই একটা বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। রবীন্দ্র নাথের এরূপ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণের বুকে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে তা কি—

'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে' কবিতাটির অনুপরমাণুতে যে সুর ব্যঞ্জনা ও আকুতি তথা ঈর্ষাগ্নি ধুমায়িত—এটা তারি কালো কুণ্ডলী নয় কি? সে প্রেক্ষিতে 'আমি যদি জন্ম নিতাম কান্তমুদীর কালে' ছত্রটি নেহাৎ বেমানান হয় কি? এই কান্তমুদীর ব্যাপারটা একটু পরিস্কার থাকা প্রয়োজন। কান্তমুদীর প্রকৃত নাম রামকান্ত নন্দী। কাশিম বাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা কান্ত মুদী নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কান্তবাবুর একটা মুদীর দোকান ছিল। একবার ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহার কাছে লুকাইয়া আত্ম রক্ষা করেন। তারপর যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার শাসনকর্তা হইলেন, তখন কান্তবাবুর ভাগ্য ফিরিল। তিনি হেষ্টিংসের কাছে বহু জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ এই কান্তবাবুর পুত্র রাণী স্বর্ণময়ী এই বংশেরই বধু। অবশিষ্ট ভারত বাসীর উপর টেক্কা মেরে বাঙালীর চিন্ত ভাবধারাকে 'গোরার' গোড়ামুখী করে তোলার দিকে এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নয় কি?

সেটা কি? গোরা জনৈক আইরিশ সামরিক অফিসারের সন্তান, আজন্ম কৃষ্ণদয়াল নামক জনৈক ইঙ্গ-বঙ্গ অর্থাৎ বিভ্রান্ত (Confused) বাঙালী সমর বিভাগীয় কর্মচারীর বন্ধ্যা স্ত্রীর অঙ্কে লালিত পালিত ও শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে গোরা হয়ে উঠেছিল অতি নিষ্ঠাবান ও রক্ষণশীল উচ্চশিক্ষিত ব্রহ্মণ যুবকরূপে। গোরার দেহাবয়বের যে চিত্র রবীন্দ্র নাথ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউনলোর মারফত জন সমক্ষে তুলে ধরেছেন তাতে বুঝা যায় আইরিশ সন্তান হয়েও আজন্ম ভাল ভাত খেয়ে তার শরীরে পুষ্টি ও বুদ্ধির বিকাশ পথে কোন বিঘ্ন ঘটেনি—ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্যে রয়েছে লোকটাকে দেখিয়া সাহেব বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয় ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মাটা মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালীর মতো নহে। গায়ে একখানি খাকি রঙের পাঞ্জাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগোছ বাঁশের লাঠি, চাদর খানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।

এর অন্যান্য বিষয় ছাড়াও বাঙালী হিন্দু পরিবারের খাদ্য তালিকার এই একটা গুরুত্ব পূর্ণ প্রশংসা পত্র স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ এভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ফলে দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু এ দৃশ্যের অবতারনার মাধ্যমে গোরার চেহারা দেখে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও কৃষ্ণদয়ালের বাড়ীর লোক ছাড়া আর সবাই যে তাকে কৃষ্ণদয়ালের ঔরসজাত ও আনন্দময়ীর গর্ভজাত সন্তান বলে বিনা দ্বিধায় মনে নিয়েছেন এতে বাঙালীর দৃষ্টিকোন ও বিচার শক্তির উপর একটা বিরাট কটাক্ষপাত করা হয় না কি? পরিবেশের প্রভাবে মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এক্ষেত্রে উৎপত্তি ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল : শাহ্ ওালীয়ুল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী
অনুবাদ : অধ্যাপক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ও
(মওলানা) বাশীররুদ্দীন

ইক্দুল্ জীদ্

সংকলকের ভূমিকা

প্রশংসা সেই মহান আল্লাহের যিনি আমাদের অধিনায়ক মুহাম্মদকে (দঃ) আরব ও অনারবদের দিকে নিজ রাসূল বা দূতরূপে প্রেরণ করেন, যাহাতে তাহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ মানসিক বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী তাহারা তাঁহার মারফতে অন্ধকারে আলোকের সন্ধান পায় এবং তাঁহাকে যোগসূত্র করিয়া উচ্চ মর্যাদা সমূহের নাগাল পায়। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁহার দাস ও তাঁহার দূত। তাঁহার পরে কোন নাবী নাই। মহান আল্লাহ তাঁহার উপর বিশেষ দয়া করুন এবং—তাঁহার আপনজনের ও তাঁহার সহচরদের প্রতি—এবং বারাকাত দিন ও নিরাপদে রাখুন।

অতঃপর বদান্য রাব্বের রাহমাতের মুখাপেক্ষী, দুর্বল বান্দা ওালীয়ুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহীম—যাহা কিছু তাহাকে দোষযুক্ত করে তাহা হইতে তাহাকে মহান আল্লাহ রক্ষা করুন এবং তাঁহার অন্তর, অবস্থা এবং কার্য সঠিক করিয়া দিন—বলিতেছে, ইহা একটি পুস্তিকা। ইহার নাম আমি রাখিলাম 'ইক্দুল জীদ ফী আহকামিল ইজ্তিহাদি অত্তাক্লীদ' (ইজ্তিহাদ ও তাক্লীদের বিধান সমূহ সম্পর্কে কণ্ঠহার)। ইজ্তিহাদ ও তাক্লীদ সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে কতক বন্ধুর প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ আমাকে ইহা রচনা করিতে বাধ্য করিয়াছে।

ইজ্তিহাদের স্বরূপ ও সত্তা, শর্ত এবং উহার প্রকার বর্ণনা সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ

আলিমদের কথা হইতে যাহা বুঝা যায় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইজ্তিহাদের স্বরূপ এই যে, শারী'আতের যুক্তিযোগে নির্ণীত গৌণ বিধানগুলি উহাদের বিস্তারিত দালীল হইতে জ্ঞাত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা নিঃশেষ করার নাম ইজ্তিহাদ।

ঐ বিস্তারিত দালীল সমূহের মৌলিক নীতিগুলি চারিটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। উহা হইতেছে কিতাব, সুন্নাহ ইজ্মা' ও কিয়াস। এই সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, ইজ্তিহাদ একটি ব্যাপক ব্যাপার। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোন বিধান সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলিমদের অতীতে আলোচনা হইয়া থাকুক আর না হইয়াই থাকুক এবং আলোচনা হইয়া থাকিলে তাঁহারা ঐ বিষয়ে একমত হইয়াই থাকুন অথবা ভিন্ন-

www.ahlehadeethbd.org

মত হইয়াই থাকুন এইরূপ হুকুম জ্ঞাত হওয়ার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টা নিঃশেষ করাও যেমন ইজ্‌তিহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ মাস্‌আলাগুলির রূপ সমূহের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা ব্যাপারে এবং বিধান সমূহের উৎস—তথা বিস্তারিত দালীল সমূহের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা ব্যাপারে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিয়া অথবা সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সব চেষ্টা নিঃশেষ করাও ইজ্‌তিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এমত অবস্থায় যে আলিম অধিকাংশ মাস্‌আলাতে নিজ ইমামের সহিত একমত, অথচ তিনি প্রত্যেক বিধানের দালীলও জানেন এবং ঐ দালীলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁহার অন্তর স্থির নিশ্চিত এবং ঐ ব্যাপারে তিনি পারদর্শীও বটেন, সেই আলিম সম্পর্কে কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকেন যে, তিনি মুজ্‌তাহিদ নন। তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। তারপর এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া 'এই যামানায় মুজ্‌তাহিদের অস্তিত্ব নাই' এইরূপ ধারণা করা নিশ্চিতভাবে ভ্রান্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত অভিমত

ইজ্‌তিহাদের শর্তসমূহ

মুজ্‌তাহিদ হওয়ার শর্ত এই যে, মুজতাহিদকে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে ঐ অংশগুলি অবশ্যই জানিতে হইবে যাহা আহকামের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেই সঙ্গে তাহাকে ইজমা'এর প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলি, কিয়াসের শর্তসমূহ, তর্কশাস্ত্র অনুযায়ী চিন্তাপ্রণালী পদ্ধতি, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাসিখ (রহিতকারী) মান্‌সুখ (রহিত) ও রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) অবস্থা অবশ্যই জানিতে হইবে। কালাম বা পণ্ডিত-সুলভ ধর্ম তত্ব (Scholastic Theology) ও ফিক্‌হ ইজতিহাদের শর্ত নহে।

আল্‌-গাযালী (৪৫০-৫০৫) বলেন, "আমাদের এই যামানায় (হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে) ফিক্‌হের অনুশীলন দ্বারা ইজ্‌তিহাদ আয়ত্ব হইয়া থাকে। এই যামানায় আঈন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের ইহা একটি উপায়। সাহাবীদের যামানায় আঈন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের পথ উহা ছিলনা।"

আমি বলি, ইহা দ্বারা এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মুজ্‌তাহিদ মুস্তাকিল্ল (মুখ্য মুজ্‌তাহিদ) এর স্পষ্ট উক্তি সমূহ পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত ইজ্‌তিহাদ মুত্‌লাক্ মুন্‌তাসাব বা সম্বন্ধযুক্ত সাধারণ ইজ্‌তিহাদ সম্পূর্ণ হয় না। অনুরূপ ভাবে মুখ্য মুজ্‌তাহিদের জন্য ফিক্‌হের মাস্‌আলাহ সমূহ সম্পর্কে অতীত সাহাবা, তাবি'উন এবং তাবা' তাবি'উনদের উক্তি সমূহ পরিজ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য। ইজ্‌তিহাদের যে শর্তগুলি আমরা উল্লেখ করিলাম উহা উস্‌লুল্‌-ফিক্‌হের কিতাব সমূহে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থানে বাগাওীর (মৃত, হিজরী ৫১৬) উক্তি উধৃত করা দূষণীয় হইবে না। বাগাওী বলিয়াছেন, মুজ্‌তাহিদ সেই ব্যক্তি হইতে পারেন যিনি পাঁচ প্রকার বিদ্যা আয়ত্ব করিয়াছেন। (এক) মহান শক্তিমান আল্লাহের কিতাবের জ্ঞান। (দুই) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাহের জ্ঞান। (তিন) পূর্ববর্তী আলিমদের ঐ উক্তি সমূহের জ্ঞান যে উক্তিগুলিতে তাঁহাদের একমত হওয়া ও ভিন্নমত হওয়া জানা যায়। (চারি) আরবী ভাষার জ্ঞান ও (পাঁচ) কিয়াসের জ্ঞান। অর্থাৎ কিতাব, সুন্নাহ ও ইজ্‌মা' এর মধ্যে প্রকাশ্য দালীল পাওয়া না গেলে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে বিধান নির্ণয় করার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান। কাজেই মুজ্‌তাহিদের পক্ষে কুরআন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পর্কিত বিষয়গুলি হইতে নাসিখ (রহিতকারী), মান্‌সুখ (রহিত), মুজ্‌মাল (সংক্ষিপ্ত), মুফাস্‌সার (বিস্তারিত), খাস (বিশিষ্ট), আম (ব্যাপক) মুহ্‌কাম (সুস্পষ্ট), মুতাশাবিহ্‌ (সাদৃশ্যযুক্ত, অস্পষ্ট), কারাহাত (অবাঞ্ছনীয়), তাহ্‌রীম (অবৈধ), ইবাহাত (অনুমতিপ্রাপ্ত), নাদর (প্রশংসিত) এবং উজ্‌ব (অবশ্য) পালনীয়) বিষয়গুলি হইতেও উল্লেখিত বিধান গুলি অবশ্যই জ্ঞাত হইতে হইবে। তাহা ছাড়া হাদীসগুলির মধ্যে কোন্‌টি সাহীহ (বিশুদ্ধ, গ্রহণ যোগ্য), কোন্‌টি যা'ঈফ (দুর্বল, পরিত্যাজ্য), কোন্‌টি মুস্‌নাদ (রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সানাদ-যোগে বর্ণিত) এবং কোনটি মুর্‌সাল (বা বিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত) তাহাও তাহাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। আরও সুন্নাহকে কিতাবের সহিত এবং কিতাবকে সুন্নাহের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জ্ঞান এমন গভীর-ভাবে অর্জন করিতে হইবে যে, কোন হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ কুর্‌আনের অনুরূপ না হইলে ঐ হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র সে যেন সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে। কেননা নিশ্চয় সুন্নাহ কুর্‌আনের ব্যাখ্যা এবং উহা কুরআনের বিপরীত নহে। বলা বহুল্য এই জ্ঞান কেবল মাত্র শারী'আতের বিধানসমূহ সম্পর্কেই থাকিতে হইবে। ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক বিবরণাদি ও উপদেশাবলী সম্পর্কে এই ধরণের জ্ঞান লাভ প্রয়োজনীয় নহে।

অনুরূপ ভাবে কুর্‌আন ও সুন্নাহর মধ্যে বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে তাহার জন্য আরবী ভাষায় যতখানি জ্ঞান লাভ প্রয়োজনীয় আরবী ভাষায় তত খানি জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে। সমগ্র আরবী ভাষা আয়ত্ব করা প্রয়োজনীয় হইবে না। মুজ্‌তাহিদকে আরবী ভাষায় এতখানি জ্ঞান রাখা বাঞ্ছনীয় হইবে যাহাতে আরবদের উক্তির মর্ম, অবস্থা ও স্থানভেদে কী হইতে পারে তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হয়। কেননা শারী'আতের নির্দেশ আরবী ভাষায় আসিয়াছে। কাজেই যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ নয় সে শারী'আতের-বিধানদাতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না।

তারপর, মুজ্‌তাহিদকে সাহাবাহ ও তাবি-'ঈদের আহ্‌কাম-সম্পর্কিত উক্তিসমূহ এবং মুসলিম জাতির ফাকীহদের (বিধান দাতাদের] অধিকাংশ ফাত্‌ওা (মীমাংসা) ভালভাবে জানিতে হইবে. যাহাতে এই মুজ্‌তাহিদের নির্ণীত বিধান উহাদের উক্তিসমূহের বিরোধী হইয়া ইজমা'র মধ্যে ভাঙ্গন আনিতে না পারে। আর মুজ্‌তাহিদ যখন এই পাঁচ প্রকার বিষয়ের বেশীর ভাগই পরিজ্ঞাত হইবেন তখন তিনি হইবেন প্রকৃত মুজ্‌তাহিদ। মুজ্‌তাহিদ হওয়ার জন্য সব বিষয়ের সব কিছু সম্পর্কে এইরূপ পারদর্শী হওয়া শর্ত নহে যে, উহা হইতে সামান্যতম বিষয়ও বাদ পড়িবে না। আর এই পাঁচ প্রকার বিজ্ঞানের কোন একটিতেও—যদি কেহ অনভিজ্ঞ হয় তবে সে পূর্ববর্তী ইমামদের কোন এক জনের মায্‌হাবে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হইলেও তাক্‌লীদই হইবে তাহার অনুসৃত পথ। ফলে, তাহার পক্ষে কাযীর পদ গ্রহণ করা অথবা ফাত্‌ওয়া-দানের অভিপ্রায় করা বৈধ হইবে না। যিনি উক্ত বিজ্ঞান সমূহ আয়ত্ব করিয়াছেন এবং সেই-সঙ্গে কুপ্রবৃত্তি ও বিদ্‌'আত হইতে বাঁচিয়া চলেন, সংযম ও সাধুতাকে নিজের বসনরূপে গ্রহণ করেন, কাবীরাহ গুনাহ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলেন এবং সাগীরাহ গুনাহে অবিরত লাগিয়া না থাকেন তাঁহার পক্ষে কাযীর পদ গ্রহণ করা এবং ইজ্‌তিহাদ ও ফাতওয়া যোগে শারী'আতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ ও জায়িয হইবে। আর যে ব্যক্তি এই শর্তগুলি আয়ত্ব করিতে পারে না তাহার পক্ষে তাহার সমস্যাবলী সম্পর্কে অন্যের তাক্‌লীদ করা ওয়াজিব হইবে।—বাগাওীর উক্তি শেষ হইল। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের রাজনীতি

সাম্প্রদায়িকত, আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ব্যাপারে যখনই কিছু লিখি তখনই আমার আধুনিক বন্ধুগণ আমাকে বলেন, রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথা বলার দিন আপনাদের আর নাই। আপনি সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলেন। হয় তো এক সময়ে তাহা চলিত; কিন্তু এখন তাহা একেবারে অচল। এখন কথা বলিতে হইবে অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক সত্য গোপন করিতে হইবে; আর একান্তই যদি সত্য বলিতে চান তাহা হইলে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ মিথ্যার খাদ মিশাইতে হইবে। আপনি এক জন মওলানা বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত। কাজেই উলামা বা ইসলামী কোন প্রতিষ্ঠানে কোন গলদ থাকিলে তাহা আপনি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না। অপর দিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দল বা প্রতিষ্ঠান কোন জন হিতকর কাজ করিলে উহার পশ্চাতে মোটিভ বা উদ্দেশ্য আপনাকে অবশ্যই আবিষ্কার করিতে হইবে। এখনকার রাজনীতির প্রথম ও সেরা সবক এই যে, যে দলকে সমর্থন করিবেন সেই দলের ন্যায় অন্যায় সব কিছুরই গুণ গাণ করিতে এবং অপর সকল দলের প্রত্যেক ব্যাপারে দোষ ধরিতে হইবে। আর আপনি তো এই সব করিতে পারিবেন না। কাজেই আপনি বরং একাডেমিক বা পণ্ডিত-সুলভ আলোচনা করিয়া ঘোলের মধ্যে দুধের স্বাদ গ্রহণ কয়িবার চেষ্টা করুণ। প্রিয় পাঠক সাহেবান, আপনারা প্রায় সকলেই জানেন 'কুজোর সাধ হয় চিত হ'য়ে শুতে', বলিয়া একটি ফথা প্রচলিত আছে। তাই বন্ধুদের নাসীহাত শিরোধার্য করিয়া আমি এই আপাতঃ—রাজনৈতিক বিষয়টি একাডেমিক ভাবে আলোচনা করা স্থির করিলাম। 'একাডেমিক' এর একটি অর্থ পণ্ডিত-সুলভ এবং অপর অর্থ বিদ্যালয়-সংক্রান্ত। সেই অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের মতই প্রথমে কথা শুরু করিতেছি। ডিক্‌শানারীতে একাডিমিক এর আর একটি অর্থও লেখা আছে—তাহা হইতেছে 'অবাস্তব'। কাজেই আমার এই আলোচনাকে কেহ যদি ঐ অর্থে গ্রহণ করেন তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। একটি মাশ্‌হুর গল্প বলিতেছি —শুনুন—

এক জন লোক দুই ছেলে রাখিয়া মারা যায়। ছেলেদের মা আগেই মারা গিয়াছিল। ছেলে দুইটি পৈতৃক মীরাস হিসাবে জিনিষ পাইয়াছিল--একটি গরু, একটি খেজুর গাছ ও একটি কাঁথা। প্রত্যেকটি জিনিষই একটি একটি করিয়া। একটি একটি জিনিষ দুই ভাইয়ের মধ্যে কি করিয়া ভাগ করা যায়? দুইটি দুইটি করিয়া হইলে না হয় একটি একটি করিয়া ভাগ করা যাইত। যখন তাহা সম্ভব নয় তখন আর কি করা যায়! ভাই দুইটির একজন ছিল চালাক, চতুর ও বেশ পণ্ডিত আর অপর ভাইটি ছিল গোবেচারী সোজা, ও সরল প্রকৃতির। তখন চতুর ভাইটি জিনিস তিনটি ভাগের যে ব্যবস্থা স্থির করিল তাহা সে সরলমনা ভাইটিকে জানাইল। চতুর ভাইটি সরল ভাইটিকে বলিল, "দেখ, আমি সব কিছু এই ভাবে ভাগ করিয়াদিলাম। গরুর সামনের দিকটি তোমার আর পিছনের দিকটি আমার। খেজুর গাছের গোড়ার দিকটি তোমার আর মাথার দিকটি আমার। কাঁথাটি দিনের বেলায় তোমার আর রাত্রির বেলায় আমার। সোজা বোকা ভাইটি ঐ ব্যবস্থা মানিয়া লইল।

তারপর বোকা ভাইটি গরুকে খাওয়ায় আর চতুর ভাইটি দুধ পান করে। বোকা ভাইটি খেজুর গাছের গোড়ায় পানি দেয় আর চতুর ভাইটি রস পান করে ও রসের গুড় পাটালী করিয়া খায়। সাদাসিধা ভাইটি দিনের বেলায় কাঁথাটি রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া, গরম করিয়া রাখে আর চতুর ভাইটি শীতের রাত্রিতে ঐ কাঁথা গায়ে দিয়া আরামে শুইয়া থাকে। এই ভাবে তাহাদের কিছুদিন কাটিয়া যায়। তারপর সরল ভাইটির মনে এই ভাবিয়া দুঃখ

www.ahlehadeethbd.org

হইতে লাগে যে, আমি গরুর জন্য, খেজুর গাছের জন্য ও কাঁথার জন্য এত পরিশ্রম করি, এত খাটি, কিন্তু ভাই আমাকে সামান্য পরিমাণ দুধও দেয় না, খেজুর রসও দেয় না। আর শীতে এত কষ্টে রাত্রি কাটাই অথচ এক রাত্রির তরেও আমার ভাই আমাকে কাঁথাটি দেয় না। এই কথা ভাবিয়া সে বিমর্ষ হইয়া থাকিল।

অবশেষে সোজা ভাইটি এক বৃদ্ধের শরণাপন্ন হইল। বৃদ্ধ তাহার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লইল যে, সোজা ভাইটি তাহার ভাইয়ের সহিত যে ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা সে কিছুতেই ভঙ্গ করিবে না। তখন বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিটি ঐ সোজা ভাইটিকে বলিলেন, তোমাকে এমন কাজ করিতে বলিব যাহাতে চুক্তিও ঠিক থাকিবে—তোমার উদ্দেশ্যও হাসিল হইবে। তোমার ভাই যখন গরু দুহিতে বসিবে তখন তুমি একটি লাঠি লইয়া গরুটির মুখে মারিতে থাকিবে এবং বলিবে মুখ তো আমার। তারপর তোমার ভাই যখন রস পাড়িবার জন্য খেজুর গাছে উঠিবে তখন তুমি একটি কুঠার লইয়া খেজুর গাছটির গোড়ায় কোপ মারিবে এবং বলিবে গাছটির গোড়া তো আমার। আমি গোড়া সম্বন্ধে যাহা আমার খুশী তাহাই করিব। আর কাঁথাটির কথা! কাঁথাটি বৈকালে পানিতে ভিজাইয়া লইয়া তোমার ভাইকে দিও, আর বলিও কাঁথাটি দিনের বেলায় তো আমার ছিল। কাজেই আমার খুশী হইল আমি কাঁথাটি দিনের বেলায় পানিতে ভিজাইয়া লইয়াছি।

তারপর কী ঘটিল তাহা না বলিলে গল্পটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই বাকীটুকুও বলিতেছি।

তারপর চতুর ভাইটি যখন দুধ দুহিতে বসিল তখন বোকা ভাইটি একটি লাঠি লইয়া আসিয়া গরুর মুখে সপাং সপাং করিয়া মারিতে লাগিল। মারের চোটে গরু লাফাইতে লাগিল। দুধ দোহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া চতুর ভাই বোকা ভাইকে বলিল, থামো থামো। গরুকে আর মারিও না। তোমাকে অর্ধেক দুধ দিব। অনুরূপ ভাবে চতুর ভাইটি খেজুর রস নামাইতে গেলে বোকা ভাইটি বৃদ্ধের নির্দেশ মত গাছটির গোড়ায় কুড়ালের কোপ বসাইতে লাগিল ও বলিল গাছটির গোড়া তো আমার। কাজেই গোড়ার ব্যাপারে আমার যাহা খুশী তাহাই করিব। চতুর ভাইটি রসের অর্ধেক ভাগ দিবার অঙ্গিকার করিয়া তবে রক্ষা পাইল। আর কাঁথাটি সন্ধ্যার সময় বোকা ভাইটি চতুর ভাইটিকে দিবার সময় বলিল, কাঁথাটি দিনের বেলায় আমার। কাজেই আমার খুশী ভিজাইয়া রাখিব, আমার খুশী শুকাইয়া রাখিব। চতুর ভাইটি তখন বলিল, আচ্ছা আর ভিজাওই না। এখন হইতে কাঁথাটি তুমি এক রাত্রি ভোগ করিবে এবং এক রাত্রি আমি ভোগ করিব।

রাজনীতির কথা বলিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতি করেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যেরূপ খুশী মন্তব্য করিবেন। আমি মন্তব্যও করিব না—আপনাদের কাহারও মন্তব্যও শুনিব না।

এখন একটি সত্য ঘটনা বলিয়া এখনকার মত ঘোল খাইয়া শান্ত হইব। শুনিয়াছি একজন বিরাট জমিদার দুই পুত্র রাখিয়া মারা যান। যাবতীয় সম্পত্তি বাড়ী-ঘর টাকা পয়সা সব কিছু দুই ভাই ভাগ করিয়া লন কিছুতেই কোন বিবাদ-বিসম্বাদ হইল না। কিন্তু ঝগড়া লাগিল পিতার টিয়া পাখীটি লইয়া। দুই ভাইই পাখীটি নিজে রাখিতে চাহেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া তাঁহারা মোকদ্দমার আশ্রয় লইলেন। টাউট সাক্ষী, উকীল-মোখতার, এডভোকেট-ব্যারিষ্টার আরও কত পদের লোকে দুই ভাইয়ের নিকট হইতে টাকা লুটিতে লাগিল। এই ভাবে দুই ভাইই যখন প্রায় সর্বস্বান্ত হইতে চলিল তখন একজন সত্যিকার লার্নেড জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা ইতি করিবার উদ্দেশ্যে অর্ডার দেন, "যাহাকে লইয়া মোকদ্দমা তাহাকে কোর্টে হাযির করিতে হইবে। ফলে, টিয়া পাখীটিকে কোর্টে হাযির করা করা হইল। জজ সাহেব টিয়া পাখিটিকে দুই সমান টুকরা করিয়া দুই ধারে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এই লও ভাগ করিয়া দিলাম। আজিকার মত এই খানেই শেষ। আগামীতে ইনশা আল্লাহ জাতীয়তা ও আঞ্চলিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত

কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মূল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [হুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনূদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান ঃ আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth May 1970 Regd. No. DA 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org